১

রু শের্সে-মিদিতে আঁদ্রের স্টুডিও। প্রাচীন রাস্তাটার দু ধারে শ্রীহীন বাড়ী—সামনের দিকের জানলার খড়খড়িতে কালো কালো দাগ, অনেকগুলো রকমারি দোকান। বড় বড় লেখবার টেবিল, গোলগাল মুখওলা পরী, হাতীর দাঁতের বোতাম, লাল রঙের মণি বসানো নেকলেস, চীনদেশের মুদ্রা, চুলের গুচ্ছ লাগানো লকেট আর আশ্চর্য কবচ—এই জিনিসগুলো প্রচুর রয়েছে প্রত্যেকটি দোকানে, এই সব বিচিত্র পণ্যের ব্যবসায়ী একদল নিরীহ বৃদ্ধ যাদের লালচে মুখ পরিষ্কারভাবে কামানো আর মাথায় কাল রঙের বাটি-টুপি, কিংবা একদল গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। রাস্তাটার কোণে একটা তামাকের দোকান ও কাফে, নাম 'তামাকখোর কুকুর'। এখানে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটা বুড়ো ফক্স-টেরিয়ার কুকুর সিগারেটের পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ক্রেতারা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করছে এই দৃশ্যে। প্রায় উলটো দিকে একটা রেস্তোরাঁ—'আঁরি এবং যোসেফিন'। যোসেফিন পাকা রাঁধুনী—সব্জির সঙ্গে ভেড়ার মাংস, কাবাব ইত্যাদি রান্নায় তার জুড়ি মেলে না। মাটির নীচে ভাঁড়ার থেকে মদের বোতল নেবার জন্যে আঁরি যাতায়াত করছে আর একটা শ্লেটের ওপর যোগ দিচ্ছে বিলগুলো। লোকটা সব সময়েই হাসিখুশি, বৌয়ের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, হেসে হেসে কথা বলছে প্রত্যেকের সঙ্গে আর থাবার মত চওড়া হাত বাড়াচ্ছে করমর্দন করবার জন্যে। পাশের ঘরটা একজন মুচীর। বয়স ষাট পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনো জুতোর ওপর হাতুড়ীর ঘা দিতে দিতে 'দস্যুর মত প্রেম'-এর গান করে লোকটা। একটু দূরে একটা ফুলের দোকান—নানা জাতের ও রঙের ফুলে সাজানো। পরিচ্ছন্ন, শুকনো দেহ, বৃদ্ধা একটি স্ত্রীলোক এই দোকানটি চালায়। প্রতিদিন ভোরে দরজার ওপর এক একজন ঋষির নাম লেখে স্ত্রীলোকটি—সেই বিশেষ দিনটি যে ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত। স্বর্গ, নরক, ইতালি ও ইথিওপিয়া—ফুটপাথের ওপর বাঁকা বাঁকা হা[illegible] দিয়ে লেখা এই কথাগুলো; ছেলেদের একটা খেলা। ভোরবেলা [illegible]র কর্কশ চিৎকার শোনা যায়—'কমলালেবু', 'টমাটো'। ফেরী করে একদল বৃদ্ধা যাদের ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা সুস্পষ্ট। বাঁশী বাজিয়ে একজন পুরনো পোষাকের ব্যবসায়ী রাস্তাটা পার হয়—বাঁশীর শব্দটা তার

নিজের একটা বিজ্ঞাপন। পাড়ার লোকেরা পুরনো জামা আর ছেঁড়া চাদর বার করে আনে। সন্ধ্যার দিকে একদল গাইয়ে বাজিয়ের আবির্ভাব হয়। তারা গান গায় ও নাচে, ওপরতলার জানলা থেকে পয়সা পড়ে রাস্তার ওপর।

কিন্তু বাড়ীগুলোর ভেতর দিক শান্ত, বিষণ্ণ ও চাপা। ফার্নিচার ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা ঘরগুলো। অনেক পুরনো সব জিনিস। সব কিছুরই দাম আছে এখানে, আবর্জনা বলে কিছু নেই। আর্ম-চেয়ারের আচ্ছাদনগুলো জীর্ণ, তালিমারা। তাকের ওপর পেয়ালাগুলো ভাঙা, আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। এখানে ঢুকে আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ লেবুর রস মেশানো চা আসবে আর সর্ষের পুলটিস তৈরী হবে আপনার জন্যে। অনুপান, সেঁক ও মালিশের জন্যে নানা রকম লতাপাতা বিক্রি হয় ডাক্তারখানায়। বেড়ালের চামড়াও পাওয়া যায়—ওতে নাকি বাত সারে। পথে দোকানে সর্বত্র অসংখ্য মোটা মোটা হুলো বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরোওয়ানদের কুঠরিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মাংস রান্না হয়—সেখানেও বেড়ালগুলোর ঘড় ঘড় আওয়াজ। সন্ধ্যার দিকে রাস্তাটা আশ্চর্য মনোরম—নীলাভ আলো চারদিকে, ডুবছে ভাসছে সব কিছু।

ওপরতলায় আঁদ্রের স্টুডিও, চারদিকের দৃশ্য চমৎকার। ছাদের পর ছাদ—লাল টালির সমুদ্রে উঁচু নীচু ঢেউ উঠছে যেন। অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা ছাদের ওপর—আর দূরের ধূসর রক্তিমাভা ভেদ করে আইফেল টাওয়ারের চূড়া ভাসছে।

স্টুডিওর ভেতরে নড়বার জায়গা নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছবির ফ্রেম, ভাঙা চেয়ার, রঙের টিউব, ছেঁড়া জুতো, অপরিষ্কার ফুলদানি। জিনিসগুলো শুধু যে রয়েছে তা নয়, শেকড় চালিয়ে আঁকড়ে ধরেছে যেন এখানকার মাটিকে। মাঝে মাঝে মনে হবে, বসন্তের ছোট ছোট ঝাড়গাছ মাথা তুলেছে মাটির ওপর। বিশেষভাবে এই উপমা মনে আসবে যখন সব বাধা অতিক্রম করে সূর্যের আলো চুইয়ে চুইয়ে ঢুকবে স্টুডিওর ভেতর। অবাক হয়ে তাকাবে আঁদ্রে আর গুন গুন করে দু লাইনের অর্থহীন কবিতা আবৃত্তি করবে। কখনো কখনো বিলীয়মান অরণ্যের মত মনে হবে স্টুডিওকে—সব কিছু ভাঙছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। বিপুলকায়, ধীরগতি, অল্পভাষী আঁদ্রে নিজেও সেখানে বনস্পতির মত। ভোরবেলা উঠেই সে কাজ

করবে—বাড়ীর ছাদ আঁকবে, আঁকবে বিশেষ কোন ফুলের একটা
, ফুলকপি বা বোতলের ছবি। সন্ধ্যার সময় প্রকাণ্ড একটা
প ধরিয়ে বেড়াতে বার হবে রাস্তায় রাস্তায়, কখনো বা ঢুকবে
ন সিনেমায়, মিকি-মাউসের কৌতুক দেখে হাসবে মনে মনে, তারপর
ী ফিরে শুয়ে পড়বে।

গতিতে আঁদ্রের কাজকর্ম, আর তার জীবনও ধীরগতি। বত্রিশ বছর
সও সে প্রথম যৌবনের বিস্ময় নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যেই
লী চিত্রকর হিসাবে সে পরিচিত। কিন্তু তার নিজের ধারণা, তার কাজের
তো সবেমাত্র শুরু। নরম্যান্ দেশের চাষী তার বাবা। কত ধীর গতিতে
পেল গাছ বড় হয় এবং কত দীর্ঘ সময় পার হয় গরু দুগ্ধবতী হতে, সে
র্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট। বাবার এই ধৈর্য আঁদ্রে পেয়েছে এবং এই ধৈর্য
য়ে সে অপেক্ষা করছে সব কিছুর পূর্ণ পরিণতির জন্যে।

দিন—প্যারীর আসন্ন চঞ্চল বসন্তের এক বিকেলে—আঁদ্রে এনেমন ফুলের
ছ আঁকছিল। দরজায় টোকা পড়তেই বিরক্ত হয়ে সে তাকাল। অনর্গল
থা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল তার পুরনো বন্ধু পিয়ের। পিয়েরের
ভাবই এই—সব সময়েই বেশী কথা বলে। অন্যমনস্কভাবে হাসল আঁদ্রে
র বার বার তাকাল ছবির ক্যানভাসটার দিকে—এইমাত্র তার নজরে
ড়েছে ছবির হলদে দাগগুলো বড় বেশী অস্পষ্ট।

দ্রের তুলনায় পিয়ের ক্ষুদ্রাকার। পাখীর মত চঞ্চল, গায়ের চামড়ায় অলিভ
ঙের আভাস, বড় বড় চোখের প্রখর দৃষ্টি, দীর্ঘ বাহু। কর্কশ গলায় সে কথা
লছে আর অস্থির চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবির ফ্রেম ও ফুলদানিগুলোর
রপাশে।

র্ম-জীবনে পিয়ের ইঞ্জিনিয়ার, মঞ্চের প্রতি তার একটা আগ্রহ আছে, মাঝে
কছুদিন কবিতা লিখেছিল—এমন কি ছোট একটা কবিতার বই প্রকাশও
রেছিল ছদ্মনামে, সব সময়েই কারও না কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ছে আর
প্রেমের ব্যাপারে কোন গোলমাল হলেই আত্মহত্যা করবার জল্পনা কল্পনায়
রাখছে নিজেকে। কিন্তু জীবনের প্রতি তার তীব্র আসক্তি, জীবনকে
বেসেছে পরিপূর্ণভাবে। দুর্বল ইচ্ছা-শক্তি, কিন্তু তার সংস্পর্শে অপরের
প পড়ে। বন্ধু বান্ধবের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে মাঝে মাঝে বহু অপ্রত্যাশিত
করে ফেলেছে সে। কোন একটা কাফেতে একজন পিয়ানোবাদকের

সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় ফরাসী পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে
আন্দোলন চলছিল পারীতে; স্টাভিস্কি-সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু ডেপুটি জড়ি
খবরও আর চাপা ছিল না। জাতীয় 'সম্মান' সম্পর্কে যত কথাবার্তা হয়েছি
কিছু রীতিমত উত্তেজিত করে তুলেছিল তাকে—এবং হাঙ্গামার দিন রাত্রে
লা কঁকর্দ-এ সে যোগ দিয়েছিল দাঙ্গাকারীদের দলে। ছ-মাস পরে কোন
ফ্যাশিস্টবিরোধী সভায় ভীইয়ারের বক্তৃতা সে শুনল তারপর সেই পি
বাদকের সঙ্গে তুমুল তর্ক করল সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রায় এক
সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন সে গিলত এবং প্রত্যেকটি মিছিলে যোগ দিত।
ফ্রান্সের জীবনে নতুন পরিবর্তন এনেছিল ১৯৩৫ সাল। ফ্যাশিস্ট
অল্প কাল পরেই 'পপুলার ফ্রন্ট'-এর জন্ম—দেশের আশা, ভরসা ও সংগ্রাম
পেল এই সংগঠনে। ১৪ই জুলাই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর—বারবুসের মৃত্যু-দি
লক্ষ লোকের জনতা বেরিয়ে এল পারীর রাস্তায়, সংগ্রামের পথে পা ব
জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল
বলা হল আগামী নির্বাচন সকল সমস্যার সমাধান করবে। জনসাধা
মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সেই প্রথম। জার্মানী সৈন্য পাঠিয়েছে রাইনল্য
আবিসিনিয়া ইতালিয়ানদের অধিকারভুক্ত আর ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ভর ক
কয়েকজন নগণ্য ব্যক্তির ওপর, প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে তাদের
ভয় তেমনি ভয় দেশের জনসাধারণকেও। নিজেদের তারা মনে করত বি
সমরবিদ—মিষ্টি কথা বলত বৃটিশকে যাদের কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা নেই, আ
লণ্ডনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করত রোমকে। জার্মানীরা নি
হয়ে উঠেছিল। একটির পর একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিপক্ষে
গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হল ফ্রান্সের, কিন্তু দেশের ভবি
সম্পর্কে মন্ত্রীদের কোন চিন্তা নেই—তারা ব্যস্ত আগামী নির্বাচনের তো
জোড়ে। দ্বিধান্বিতদের ঘুষ দিয়ে আর দুর্বলচিত্তদের ভয় দেখিয়ে পপু
ফ্রন্ট-এর ভেতর ভাঙন আনবার চেষ্টা করল শাসনকর্তারা। নতুন ন
ফ্যাশিস্ট সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যেত, অভি
বংশের যুবকেরা রাজধানীর সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে—
'অনুমোদন নিপাত যাক', 'ইংলণ্ড ধ্বংস হোক', 'মুসোলিনি জিন্দাবাদ'!
শহরের উপকণ্ঠে শ্রমিক-অঞ্চলে আসন্ন বিপ্লবের কথা শোনা যেত। আতঙ্কিত
নাগরিকদের মনে ভয় জাগাত সব কিছু—গৃহযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ, শুল্ক

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্র' পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় ওঁরা ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গ্রুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসির্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসির্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসির্‌, তুমি সত্যাই অভিনয় করতে পারো। লুসির্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসির্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাস কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসির্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্‌স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে ? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্‌, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

আন্দোলিত। সহস্র গ্রন্থিপথে ধীরে ধীরে রস সঞ্চিত হচ্ছে আর বাতাসে পাগলের মত দুলে দুলে উঠছে গাছগুলো। কী বিশ্রী বাতাস! নতুন মানবতা, গোবরে পোকা, বিপ্লব, যুদ্ধ। সত্যিই কি তাই? জার্মান লোকটা বলেছিল—কারণ, এর পর শারীর অস্তিত্ব থাকবে না...আর—জিনেৎ তো গাড়ী-চাপা পড়তে পারে কিংবা ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতে পারে ওর। পৃথিবীটা কী ভঙ্গুর! ওরা মতবাদ নিয়ে তর্ক করছিল—নিষ্প্রাণ পাথর, আকাশচারীর দল! নরমাণ্ডির ঝড়-বিক্ষুব্ধ উপকূলের আপেল গাছগুলোকেই একমাত্র ভালবাসা সম্ভব। আপেল গাছ আর জিনেৎ।

৩

প্রচুর আসবাবে সাজানো অস্বাচ্ছন্দ্যকর একটা ঘরে পিয়েরকে নিয়ে এল লুসিয়ঁ। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় যেন এই ঘরের মালিক অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে, ঘরের দামী আসবাবের প্রতি কারও কোন মমতা নেই। লুসিয়ঁ থাকে তার বাপ-মার সঙ্গে, এই ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে জিনেতের জন্যে, যদিও কথায় কথায় সে বলে—'আমার ফ্ল্যাট'। এঙ্গেল্‌স্‌-এর একটা বই আর রঙিন সিল্ক্ দিয়ে তৈরী একটা পুতুল পড়েছিল চওড়া সোফাটার ওপর।

অনেকগুলো বোতল বার করে পানীয় তৈরী করবার কাজে লেগে গেল লুসিয়ঁ। নাটক সম্পর্কে কথা তুলল পিয়ের—সেক্‌স্‌পিয়রের উৎসাহী অনুরাগী সে।

বাধা দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'আগামী একশো বছরের জন্যে নাটক বাদ দিতে হবে। গতকাল জিনেৎকে বলতে শুনেছিলাম—আমাকে সঙ্গী করবার ইচ্ছা তোমার নাও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি চাও আর না চাও আমি চিরকাল তোমার সেবা করব...মিরাণ্ডা এবার কথা বন্ধ করলেই ভাল করবেন, কমরেড কালিবানের যুগ উপস্থিত।'

সিগারেটটা শেষ না হতেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর কথার সুর পালটে খানিকটা সহজ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল—'বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। সব কিছু ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আজকের এই বক্তৃতা...তা ছাড়া কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নতুন বই বার হচ্ছে···যা হোক একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাকে! আঁদ্রের মত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাঁবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পিয়েরের জন্ম রুসির্ঁর আওরুক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসির্ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হ্যামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

সিয়র বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেক্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম শ্চিভাল। সে-ই ইন্‌স্পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুয়র!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল ক্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেরনেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়্‌, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্‌ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্‌ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসির্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসির্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসির্‌, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসির্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসির্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসির্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

যে এখানে এবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু রাজনীতির পেণ্ডুলাম গতি পরিবর্তন করল অপ্রত্যাশিতভাবে। ৯ই ফেব্রুয়ারী বেরিয়ে এল কমিউনিস্টরা। মাঝামাঝি একটা পথ পাওয়া গেল যখন ছমের্গ হঠাৎ মাথা তুলে শক্ত হাতে চেপে ধরল পেণ্ডুলামটা। পেণ্ডুলাম থেমে যায়নি, গভীরতর প্রদেশে এসে ধীরগতি হয়েছে, ফিরে আসতে এখনো অনেক দেরি। সুতরাং পপুলার ফ্রন্টকে জিততেই হবে। এবং জিতবেও। কিন্তু আমাদের সাহায্য নিয়ে যদি পপুলার ফ্রন্ট জেতে তবে আর এক বছরের মধ্যেই র‍্যাডিকালরা দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠবে এবং আবার তিন চার বছরের জন্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু এস এবার একটু বোর্দো মদ ঢেলে নেওয়া যাক।'

তেসা বলল, 'তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, আমাকে জিততে হলে শত্রুপক্ষের দলে যোগ দিতে হবে।'

'একটা চলতি কথা আছে—পাত্রের মদ ফেলে রাখা চলে না। সেজন্যে মাঝে মাঝে মদের সঙ্গে জল মেশাতে হয়। অবশ্য এই "মুতোঁ-রথস্চাইল্ড"-এর সঙ্গে নয়...'

কক্ ও ভ্যাঁ দেওয়া হল। রাজনীতির সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল তেসা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে সমস্ত মনোযোগ দিল খাবারের ওপর।

দেসের বল্ল, 'বলতে পার, এখানকার মত এত ভাল কক্ ও ভ্যাঁ আর কোথাও পাওয়া যায় না কেন? আমাদের কপাল খারাপ, তাই মোরগ জুটেছে, বুড়ো মোরগের শক্ত মাংসকেও মদের সঙ্গে রান্না করে চমৎকার খাদ্যে পরিণত করবার কায়দা এদেশের লোকের জানা আছে। মোরগের চেয়ে মুরগীর মাংস অনেক বেশী ভাল, 'দোগার্নোর' কক ও ভ্যাঁ এত ভাল হবার আসল কারণ এই, কক্ ও ভ্যাঁ আসলে মোরগের মাংস নয়, মুরগীর। মুরগীর মাংসকে মোরগ বলে চালাবার কারণ কি? কারণ, বিনয়। অহংকারও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ব্যবসাদারী চাল এটা।' দেসের হাসল, তারপর আবার বলল, 'এই উদাহরণটি অনুসরণ করা ছাড়া তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আসলে তুমি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল, কিন্তু তোমাকে জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থক হিসেবে চালানো হবে। এর নাম বিনয়। বা অহংকার...'

'এসব তো শুধু জল্পনা-কল্পনা। শেষ পর্যন্ত আমি নির্বাচিত হব কিনা,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যা ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল— নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। পারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সবৃজির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ! কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসির, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসির ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী…মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা…এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্তে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের শ্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর শ্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্তে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে ? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্মে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাবা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা। কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.....না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোধ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন···'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিন্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেত্তের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেত্তের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার সাজা-ধরা মেয়ের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্তে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্তে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসির্, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসির্ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর লাগ ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নে, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্‌, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুস্বাদু খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। দুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। গ্রাঁদমেজোঁ তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁ'র বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রুঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

শয্যে মাদাম তেসা রোজকার মত পেসেন্স খেলছেন। তেসাকে দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ফিরে এসেছ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার!'

'এইবার তুমি সেরে উঠবে আমালি। ডাক্তার বলেছে, আর বেশী দিন লাগবে না।'

'লাগবে। আমি জানি, এই অসুখ সারবে না। আমার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই।'

'এ সব বাজে কথা বলে লাভ কি? ডাক্তার বলেছে, অসুখ নিশ্চয়ই সারবে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি। এখনো বহুদিন বাঁচবে তুমি।'

'কিসের জন্যে বেঁচে থাকব? এখন আর এতটুকু দাম নেই আমার। আজ তুমি এসেছ বলেই বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দেখ, তার ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মৃত্যুকে আমি আর ভয় পাই না। কিন্তু আমার ভয় হয় অন্য কথা ভেবে। আমি জানি তুমি নাস্তিক...কিন্তু একদিন শেষ বিচার হবে...এসব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে আমি বলতে চাইনি...আজকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ! আশ্চর্য, একটুও বাধে না? কালই খবরের কাগজে ওদের কীর্তিকলাপ পড়ছিলাম, মালাগাতে আটটা গির্জা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে, বর্বরের দল! তুমি আমার স্বামী, আর তুমিই কিনা ওদের দলে!'

জামাকাপড় খুলে তেসা শুয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'তুমি বোধ হয় মনে করছ, এসব কাজ আমার কাছে মোটেই বিরক্তিকর নয়। তোমার ধারণা একেবারে ভুল। রাজনীতি একটা নোংরা খেলা। এর চেয়ে ফাটকা বাজারের দালালী ঢের ভাল কাজ। কিন্তু তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? আমাদের দুজনের জন্যে আর টাকার কি দরকার, আমাদের দিন কোনরকমে কেটে যাবে। কিন্তু ছেলেমেয়েরাই আসল সমস্যা। আজ লুসিয়ঁ আমার কাছ থেকে আরো পাঁচ হাজার ফ্রাঁ নিয়েছে। নিজের দাবী না মিটলে লোকের গলা কাটতে পারে ও। তারপর দেনিস আছে, ও যে কোনদিন কারও প্রেমে পড়তে পারে। আমি চাই না যে, বিয়ের পর দেনিস স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকুক। আর ও যা অভিমানী মেয়ে! হাতে টাকা না থাকলে ওর দিনই চলবে না। আমি এমনিতেই মরে আছি আমালি, তার ওপর আমাকে আর আঘাত কোরো না।'

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ কোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যাই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়্‌, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্‌ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্‌স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্থ ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়্যঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়্যঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নে, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যু ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

শনিবার 'গীন' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোষে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ার দাবীতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্যান্য দাবী সে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবী সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজী নয়, তা হচ্ছে যৌথ মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে, মাঝে মাঝে ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কখনো শ্রমিকদলের কখনো বা দেসেরের জয়লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই বিজিত দল প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবী শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে বেতনবৃদ্ধির একমাত্র পথ—ধর্মঘট। বাকী যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি পাওয়া যায় তবে দেসের আপোষে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর যখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই নতি স্বীকার করে না; এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা অনাহার সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে কিংবা দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে আগুনের শিখা মনে করাটা অর্থহীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্তময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে ? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার ?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে ? বলছ কি ?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না ? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা ? ভাঙা ছিটকিনি ? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ফ্র্যাঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলায় কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল মুট্‌ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসির্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসির্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসির্‌, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসির্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসির্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসির্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুয়র!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় জাঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথায়, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী…মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা…এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুয়র!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পিয়েরের জন্ম লুসির্ঁর আওবুক্কেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞ্ঁার ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসির্ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল ক্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট পারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

স্থির হয়েছিল, জয়লাভ না করা পর্যন্ত শ্রমিকরা কারখানা ত্যাগ করবে না এবং এই কারণেই শবানুগামীদের সংখ্যা অল্পই ছিল। শহরতলীর গোরস্থানে, লৌহক্রুশ আর গুঁটি-মালা চিহ্নিত বহু কবরের ভীড়ে সমাধিস্থ করা হল জিনোকে। গ্রীষ্মকালের গুমোট সকাল, বাতাসে সুগন্ধী লতার গন্ধ, পাখীর গান। কোন বক্তৃতা হল না, জিনোর সহকর্মীরা একে একে নিঃশব্দে করমর্দন করল ক্র্যামাসের সঙ্গে। শুধু মিশোর হাতে মালার লাল ফিতেটুকুর রক্তিমতায় একটা ভয়ংকর ইতিহাস লেখা হয়ে রইল।

কারখানায় ফিরে যাবার পথে সিলভাঁ নামে একজন টার্ণার উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওদের মুখে বড় বড় বক্তৃতা কিন্তু কাজের বেলা খুন করতেও বাধে না।'

পুলিশ ভীইয়ারকে মিথ্যা খবর দেয় নি। 'সীন' কারখানার অবস্থা সত্যিই ঘোরালো। ছ সপ্তাহের ধর্মঘটে বহুলোকের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে পড়েছে। শ্রমিক-বৌদের মুখে এখন শুধু অনুযোগ। কারখানায় আসবার সময় এখন আর খাবার আনে না তারা—হাতের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, দোকানদাররা ধার দেয় না। জিনোর মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার জন্যে শ্রমিকদের আবার উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, খুনেদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তারা, অনেক কষ্টে মিশো সবাইকে থামিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই শ্রমিকদের মধ্যে আবার হতাশার ভাব এল, পরিবারপরিজন খেতে পাচ্ছে না, ধর্মঘট চলছে এত দীর্ঘ দিন ধরে —অথচ এ সবের পেছনে কোন কারণ নেই! কারখানার কর্তৃপক্ষের পেটোয়া লোকেরা নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করল—কাজের অভাবে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে, পুলিশ থেকে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে যে ধর্মঘটীরা যদি কারখানা ছেড়ে না যায় তবে পুলিশ গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি।

ধর্মঘটীদের মধ্যে এই বিক্ষুব্ধ দলটি জড়ো হল সিলভাঁর আশেপাশে। সিলভাঁ উগ্ররকমের আবেগপ্রবণ, বিচারবিবেচনা করে কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ধর্মঘটের শুরুতে সে প্রস্তাব করেছিল, কারখানার কর্তৃপক্ষের বদলে একটি কমিটি নির্বাচিত করে কারখানা চালু রাখা হোক। তার প্রস্তাবে হেসে উঠেছিল সবাই, আর রীতিমত চটে উঠে সে বলেছিল, 'তাহলে আমাদের আর কোন আশা নেই। দেসের অনায়াসে যতদিন খুশি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আমরা তা পারি না।' তার স্ত্রী যেদিন তাকে বলল যে হাতে আর একটি ফ্রাঁও অবশিষ্ট নেই, সেদিন সে জ্বলে উঠল একেবারে, মৃগীরোগীর মত নেচে কুঁদে কাঁদ-

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছুরশো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

ভেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুম্যাম্বিত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়্, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। গ্রঁদমেজোঁ তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়্র বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল ভেসাকে।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

'ধরো ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গ্রুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

ফুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাবা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

আত্মশ্লাঘিত। সহস্র গ্রন্থিপথে ধীরে ধীরে রস সঞ্চিত হচ্ছে আর বাতাসে পাগলের মত দুলে দুলে উঠছে গাছগুলো। কী বিশ্রী বাতাস! নতুন মানবতা, গোবরে পোকা, বিপ্লব, যুদ্ধ। সত্যিই কি তাই? জার্মান লোকটা বলেছিল—কারণ, এর পর পারীর অস্তিত্ব থাকবে না...আর—জিনেৎ তো গাড়ী-চাপা পড়তে পারে কিংবা ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতে পারে ওর। পৃথিবীটা কী ভঙ্গুর! ওরা মতবাদ নিয়ে তর্ক করছিল—নিষ্প্রাণ পাথর, আকাশচারীর দল! নরমাণ্ডির ঝড়-বিক্ষুব্ধ উপকূলের আপেল গাছগুলোকেই একমাত্র ভালবাসা সম্ভব। আপেল গাছ আর জিনেৎ।

৩

প্রচুর আসবাবে সাজানো অস্বাচ্ছন্দ্যকর একটা ঘরে পিয়েরকে নিয়ে এল লুসিয়ঁ। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় যেন এই ঘরের মালিক অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে, ঘরের দামী আসবাবের প্রতি কারও কোন মমতা নেই। লুসিয়ঁ থাকে তার বাপ-মার সঙ্গে, এই ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে জিনেতের জন্যে, যদিও কথায় কথায় সে বলে—'আমার ফ্ল্যাট'। এঙ্গেল্‌স্‌-এর একটা বই আর রঙিন সিল্‌ক্‌ দিয়ে তৈরী একটা পুতুল পড়েছিল চওড়া সোফাটার ওপর।

অনেকগুলো বোতল বার করে পানীয় তৈরী করবার কাজে লেগে গেল লুসিয়ঁ। নাটক সম্পর্কে কথা তুলল পিয়ের—সেক্‌স্‌পিয়রের উৎসাহী অনুরাগী সে।

বাধা দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'আগামী একশো বছরের জন্যে নাটক বাদ দিতে হবে। গতকাল জিনেৎকে বলতে শুনেছিলাম—আমাকে সঙ্গী করবার ইচ্ছা তোমার নাও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি চাও আর না চাও আমি চিরকাল তোমার সেবা করব...মিরাণ্ডা এবার কথা বন্ধ করলেই ভাল করবেন, কমরেড কালিবানের যুগ উপস্থিত।'

সিগারেটটা শেষ না হতেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর কথার সুর পালটে খানিকটা সহজ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল—'বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। সব কিছু ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আজকের এই বক্তৃতা...তা ছাড়া কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নতুন বই বার হচ্ছে···যা হোক একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাকে! আঁদ্রের মত

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে ; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিবিদরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে ; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্তে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্তে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্মে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "সুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিন্‌ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়।

জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

লুসির্ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো ?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে ? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না ? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে ? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব ! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গুব !' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

মিসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রুপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো ?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে ? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না ? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে ? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব ! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গ্রুব !' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁরের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর হাল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা। কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল বহুস্বর ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কণীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে বয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপ্‌লস্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্তুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্তেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্ব ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের দ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বন্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় ক্লাঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পিয়ের এসে পৌঁছবার প্রথম দিনেই এইভাবে ওরা তর্ক করল। তারপর পিয়ের নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল ছুটি উপভোগ করবার কাজে। তিন দিন সে কিছু করল না বা কিছু ভাবল না, প্রাণভরে স্নান করল আর শুয়ে রইল বালির ওপর, পাহাড় বেয়ে বেয়ে চূড়ায় উঠল আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে রইল তীরের ওপর আছড়ে পড়া ক্রমবর্ধমান ঢেউয়ের দিকে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে সে অনেকবার গিয়েছে এবং সেখানকার মৃদু অলস সৌন্দর্যের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আটলান্টিক মুগ্ধ করল তাকে। প্রথম প্রথম মনে হল, চারদিকে অসহ্য রকমের চাঞ্চল্য, যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় প্রকৃতি প্রহর গুণছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে শুরু করল যে এই মৃত্যুহীন উন্মত্ততা তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। এখানে বাতাসের এত শক্তি যে দরজা খোলা অসম্ভব, মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস, নীচু নীচু শক্ত গাছগুলোকে দুমড়ে ফেলে—এই বাতাস ভাল লাগছে তার।

তিন দিন কাটল এইভাবে। রৌদ্রদগ্ধ হল পিয়েরের মুখ, পরিশ্রুত হল তার সমগ্র সত্তা। এমন শত শত জিনিস—প্যারীতে থাকবার সময় যা জরুরী বলে মনে হত—এখন শুধু অবজ্ঞার হাসি উদ্রেক করছে। অন্যদিকে, আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হচ্ছে নতুন নতুন জগৎ: সার্ডিন মাছের অদ্ভুত জীবন এবং স্ব-নির্ধারিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র পথে যাতায়াত, সামুদ্রিক লতার গন্ধ, রাত্রির আকাশে শুচ্ছ শুচ্ছ তারা।

খবরের কাগজ এত দেরীতে আসত যে পুরনো হয়ে যেত সমস্ত সংবাদ। একটা পোর্টেব্‌ল্ রেডিও সঙ্গে এনেছিল পিয়ের, একদিন সে রেডিওটা খুলে দিল সংবাদ শুনবার জন্যে। স্টক এক্সচেঞ্জের দর, চীনা জাপানী ঘটনা, কোন ব্যবসায়ী ভোজ সভায় ডেলার বক্তৃতা—এই পর্যন্ত শোনার পর বিরক্ত হয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল কাঁকড়া ধরতে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনে। এবার সে পরিপূর্ণভাবে সুখী হবে। প্যারীতে থাকবার সময় পিয়ের সম্পর্কে তার মনে একটা অস্বস্তি ছিল এবং ঘটনার প্রতি পিয়েরের আগ্রহ দেখে তার মনে একটা হিংসার ভাব জাগত। জন্মের দিন থেকেই যে কঠোর জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত, তা এত গভীরভাবে বেলভিলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে ঘটনার প্রতি আগ্রহশীল হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকা তার পক্ষেও অস্বাভাবিক ছিল না—কিন্তু ভাসাভাসা

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘন্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নূভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নূভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নূভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেক্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারুও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথায়, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়্ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়্‌, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়্ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'ফুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, শাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

কমিউনিস্টদের বিমান দিতে রাজী হন, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য। হিটলার এক পাও সরে দাঁড়াবে না, মুসোলিনির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'প্রথমত, আজানা বা জিরলকে কমিউনিস্ট বলবার কোন অর্থ আছে কি? কি হিসেবে ওরা আপনার চেয়ে বেশী কমিউনিস্ট?'

তেসা বলল, 'আজানার প্রশ্নটা এখানে বড় নয়। কামান ছুঁড়ছে কারা? মজুররা। আমি ওদের যা-ই বলি না কেন, তাতে কি আসে যায়? সমস্ত ইউরোপের কাছে ওরা 'কমিউনিস্ট'। আমার কথাটা আবার বলছি—স্পেনের ব্যাপারটায় যুদ্ধের বীজ রয়েছে।'

'তাহলে সিদ্ধান্তটা কি এই দাঁড়ায় না যে একটি আইনসম্মত সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক বজায় রাখবার অধিকারও আমাদের নেই?' ভীইয়ার বুঝতে পারল না যে মুনের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করছে সে।

তেসা বলল, 'ওসব সূক্ষ্ম বিচার না তোলাই ভাল। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার বিশেষ একটা রাজনৈতিক সহানুভূতির জন্যে দেশের লোক কেন প্রাণ দেবে? তা যদি দিতে হয় তো আপনি চমৎকার দেশ-শাসক! রোম আর বার্লিনকে পৃথক করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনি ওদের আরো জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছেন।'

'যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে স্পেনের ব্যাপারে ওরা হাত মিলিয়ে কাজ করছে তখন ওদের পৃথক করা কি করে সম্ভব?'

'এই সব ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। মুসোলিনিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে যেতে পারলেই ইতালীর লাতিন প্রকৃতিটা আবার জেগে উঠবে। আজকের দিনে ফ্রান্সের পক্ষে প্রয়োজন কূটনীতিজ্ঞতা, দলীয় একগুঁয়েমি নয়। স্পেনের ব্যাপার সম্পর্কে দু দিক থেকেই সাবধান হওয়া দরকার আমাদের। আলবার ডিউক লণ্ডনে চুপ করে বসে নেই। আলফানসো না ফ্রাঙ্কো—ওসব খুঁটিনাটির কথা। মোটা কথাটা এই, বার্সেলোনার এ্যানার্কিস্টদের চেয়ে জেনারেলকেই ওরা বেশী পছন্দ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের আর কোন সঙ্গী থাকবে না। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করি বলেই আমি এসব কথা বলছি...'

'তাই নাকি! তা তো আমি জানতাম না!' বলল ভীইয়ার, 'ধর্মঘটের সময়ে আপনার বক্তৃতা...'

'তখন আমি মন্ত্রীসভাকে বাঁচিয়েছি! অবশ্য আপনার কার্যপদ্ধতির যথেষ্ট

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিম্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় জাঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্‌, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আওয়ুক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। পারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যা ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নে, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্র' পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্‌, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার ?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে ? বলছ কি ?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না ? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা ? ভাঙা ছিটকিনি ? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে !

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধানো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হ্যুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্রুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

শনিবার 'সীন' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোষে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ার দাবীতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্যান্য দাবী সে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবী সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজী নয়, তা হচ্ছে যৌথ মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে, মাঝে মাঝে ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কখনো শ্রমিকদলের কখনো বা দেসেরের জয়লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই বিজিত দল প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবী শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে বেতনবৃদ্ধির একমাত্র পথ—ধর্মঘট। বাকী যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি পাওয়া যায় তবে দেসের আপোষে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর যখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই নতি স্বীকার করে না; এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা অনাহার সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে কিংবা দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে আগুনের শিখা মনে করাটা অর্থহীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুমিষ্ট খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। দুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। ওঁাদমেজেঁা তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেয়রিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গদ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'
মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসির্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথায়, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসির্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসির্‌, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসির্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসির্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্‌ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসির্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্‌স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্তেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। তুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়াব খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ কোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, বহু পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে…'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় ওঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে ? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাঁবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো ?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে ? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না ? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে ? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্তেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রুঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পাঠাত তার জন্মদিনে। গভীর দুঃখে সে প্রায় ভেঙে পড়বে—এমন সময় এক টেলিগ্রাম এল সেনেটের সভাপতির কাছ থেকে। হাসল তেসা : খাঁটি এবং বিচক্ষণ যে ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা সে। ধারালো নাকটায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল—উত্তেজনার মুহূর্তে তেসার এরকম হয়। দেনিসের কথা ভুলে সে ক্যাবিনেটের ঘোষণার কথা ভাবল।

পরদিন সকালে এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। প্রাগ থেকে পাঠানো ফরাসী রাজদূতের রিপোর্টটা পড়তে বসে সে আবিষ্কার করল যে ফুজের দেওয়া সেই প্রমাণ-পত্রখানা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর। কারও স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করাটা তেসা পছন্দ করে না। রাজনীতি হচ্ছে এক অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার; উচ্চকিত বক্তৃতা করা এর একটা অংশ মাত্র। আর আছে লবির কোণে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিসানি, দ্বিপ্রাহরিক আহারে মাখন আর নাসপাতি খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা, কথার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অর্থ-সন্ধান আর ইঙ্গিত; 'স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের' কোন স্থান এই খেলায় নেই, স্টাভিস্কি-ঘটনাটা নিয়ে ব্রতৈলের দল কী বিশ্রী কেলেঙ্কারীটাই বাধিয়ে তুলেছিল! এমন কি, তেসাকে ওরা জড়াতে চেয়েছিল! কমিউনিস্টদের ভোট না পেলে ফুজে নির্বাচিত হতে পারত না; অবশ্য সে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক। ফুজে না বললেও তেসার জানতে বাকী নেই যে গ্রঁদেলটা একটা ফোতো নেতা, ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ছিল। কি বক্তৃতাই দেয় লোকটা। এমন মন-মজানো বক্তৃতা দিতে পারতেন শুধু আরিস্তিদ্ ব্রিয়ঁ। কিন্তু এর সঙ্গে এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের সম্বন্ধটা কি? গত হেমন্তের সময়েই গ্রঁদেলের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর-বিভাগের যোগাযোগের কথাটা তাকে ফুজে বলেছিল। তেসা থামিয়ে দিয়েছিল ফুজেকে : ছোকরা ডেপুটিটা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আসলে এই 'ষড়যন্ত্র' কথাটাই তার কাছে যেন কোন ভিন জগতের ভাষার মত শোনায়। বুড়ো মেজর কিংবা লুসির্‌'র মত অকর্মা জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত বেপরোয়া লোকরাই কেবল বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে লিপ্ত হতে পারে। ফড়ে-দালালদের সঙ্গে বে-আইনী লেন-দেন, জোচ্চোরদের বাঁচাবার চেষ্টা—এসব এক-আধটা এমন কিছু নয়, তেসা বোঝে; কোন লিমিটেড কোম্পানীতে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে যোগ দেওয়া আর স্টাভিস্কি বা উস্‌ট্রিক সংক্রান্ত ঘটনায় অংশ নেবার মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু ষড়যন্ত্র......তেসার মনে পড়ল ভিক্টর হুগোর

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রুঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কল্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁাদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্‌-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্‌ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদার এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্র' পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হ্যুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল ক্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্র' পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা! কন্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্‌-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার ?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে ? বলছ কি ?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না ? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা ? ভাঙা ছিটকিনি ? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্তে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্তে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্তবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্তান্ত রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্তে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ক্লাঁসি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্‌, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়্ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়্ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়্ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়্ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়্ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়্ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়্ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর হাল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার সাজা-গুজা মেয়ের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সঁাজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার ?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি : আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে ? বলছ কি ?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও ! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না ? শুভরাত্রি !'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা ? ভাঙা ছিটকিনি ? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে !

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পিয়ের এসে পৌঁছবার প্রথম দিনেই এইভাবে ওরা তর্ক করল। তারপর পিয়ের নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল ছুটি উপভোগ করবার কাজে। তিন দিন সে কিছু করল না বা কিছু ভাবল না, প্রাণভরে স্নান করল আর শুয়ে রইল বালির ওপর, পাহাড় বেয়ে বেয়ে চূড়ায় উঠল আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে রইল তীরের ওপর আছড়ে পড়া ক্রমবর্ধমান ঢেউয়ের দিকে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে সে অনেকবার গিয়েছে এবং সেখানকার মৃদু অলস সৌন্দর্যের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আট-লান্টিক মুগ্ধ করল তাকে। প্রথম প্রথম মনে হল, চারদিকে অসহ্য রকমের চাঞ্চল্য, যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় প্রকৃতি প্রহর গুণছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে শুরু করল যে এই মৃত্যুহীন উন্মত্ততা তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। এখানে বাতাসের এত শক্তি যে দরজা খোলা অসম্ভব, মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস, নীচু নীচু শক্ত গাছগুলোকে দুমড়ে ফেলে—এই বাতাস ভাল লাগছে তার।

তিন দিন কাটল এইভাবে। রৌদ্রদগ্ধ হল পিয়েরের মুখ, পরিশ্রুত হল তার সমগ্র সত্তা। এমন শত শত জিনিস—প্যারীতে থাকবার সময় যা জরুরী বলে মনে হত—এখন শুধু অবজ্ঞার হাসি উদ্রেক করছে। অন্যদিকে, আপনা থেকেই উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে নতুন নতুন জগৎ: সার্ডিন মাছের অদ্ভুত জীবন এবং স্ব-নির্ধারিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র পথে যাতায়াত, সামুদ্রিক লতার গন্ধ, রাত্রির আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ তারা।

খবরের কাগজ এত দেরীতে আসত যে পুরনো হয়ে যেত সমস্ত সংবাদ। একটা পোর্টেব্‌ল্ রেডিও সঙ্গে এনেছিল পিয়ের, একদিন সে রেডিওটা খুলে দিল সংবাদ শুনবার জন্যে। স্টক এক্স্‌চেঞ্জের দর, চীনা জাপানী ঘটনা, কোন ব্যবসায়ী ভোজ সভায় তেসার বক্তৃতা—এই পর্যন্ত শোনার পর বিরক্ত হয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল কাঁকড়া ধরতে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনে। এবার সে পরিপূর্ণভাবে সুখী হবে। প্যারীতে থাকবার সময় পিয়ের সম্পর্কে তার মনে একটা অস্বস্তি ছিল এবং ঘটনার প্রতি পিয়েরের আগ্রহ দেখে তার মনে একটা হিংসার ভাব জাগত। জন্মের দিন থেকেই যে কঠোর জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত, তা এত গভীরভাবে বেলভিলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে ঘটনার প্রতি আগ্রহশীল হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকা তার পক্ষেও অস্বাভাবিক ছিল না—কিন্তু ভাসাভাসা

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্‌সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ কোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

ফুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পিয়েরের জন্ম লুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হ্যুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্‌কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়্‌র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়্‌ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়্‌, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়্‌র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়্‌কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়্‌ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছুসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কর্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমাৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

লুসির্‌'র সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় জাঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্‌ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্‌ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্‌। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

জেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুম্যাহিত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। এঁাদমেজেঁা তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল জেসাকে।

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার ? এত বিদ্রূপ কেন ?'

'বিদ্রূপ ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্তে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও ?'

'কেন নয় ? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না ?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্তে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধারালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পিয়ের বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

আর, দাদাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।

'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'

জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও ; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়— এ বিশ্বাসও তার আছে।

ভীইয়াব মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোন উক্তি সমর্থন করছে ; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে ; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানী জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল ; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোন দাবীদাওয়া নেই একথাই সে বারবার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।'

'চেকদের সম্বন্ধে ?'

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতেলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতেলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতেলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতেল না এলেই ভাল করত।

ব্রতেলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

আমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন—এটা ভাল কথা। ওভাবে তো আর চলত না, ঠাটটা চুকে গেছে এবার। একটা কবিতা আছে, কার লেখা ভুলে যাচ্ছি: প্রত্যাখিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী...। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জানো? অনেকদিন আগেকার কথা; আমাদের ওই কাফেটায় আমার পাশে বসেছিল এক জার্মান। নীল-চোখ আর ঘাড়-ছাঁটা দেখেই বোঝা যায় লোকটা দস্তুরমত জার্মান; আমি ভেবেছিলাম আশ্রয়প্রার্থী বুঝি, কিন্তু শেষে বোঝা গেল মনে-প্রাণে খাঁটি জার্মান ও। মাছ সম্বন্ধে ওর আগ্রহ আছে; আমার আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলো ভাল লেগেছিল ওর। লোকটা মাতলামির ঝোঁকে বলেছিল যে যুদ্ধ একটা হবেই আর পারীকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাবে জার্মানরা। ভারী মজার লোক! আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে, ওরও বোধহয় ফৌজে যোগ দেবার ডাক পড়েছে। তার মানে, ও লড়াই করবে আমার বিরুদ্ধে? বুজরুকি ছাড়া আর কি, বলো? কিন্তু তবু আমি খুশি হয়েছি, পিয়ের; অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকতে হবে না। যুদ্ধ যদি হয় তো যুদ্ধই হোক।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

১২

ব্রতৈল যেন দাঁড়াতেও পারছে না আর। পর পর রাত্রি জাগার ফলে লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো; খাড়া আছে কেবল তার ইস্পাতের মত শক্ত শরীর আর ইচ্ছাশক্তির জোরে। যে কোন উপায়ে হোক একটা আপোষ-রফা করা চাই; জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব। মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলাই আসল কাজ। কিন্তু অতি দ্রুত ক্রমপর্যায়ে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে; হিটলার অপেক্ষা করবে না; দিশেহারা ইউরোপের ওপর দিয়ে 'শান্তির স্বর্গদূত' বৃথাই আকাশ-যাত্রা করে গেছেন; ফ্রান্সে যারা এখনো পপুলার ফ্রন্টকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে তারা প্রতিরোধের জন্যে জোর করছে। ব্রতৈল প্রবন্ধ লিখছে, পুস্তিকা প্রচার করছে, আলোচনা করছে কুটনীতিকদের সঙ্গে, নির্দেশ দিচ্ছে 'মন্ত্রশিষ্য'দের; আর জেনারেল পিকারের মারফৎ সমর-বিভাগের অফিসারদের পরিচালনা করছে।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পাঠাত তার জন্মদিনে। গভীর দুঃখে সে প্রায় ভেঙে পড়বে—এমন সময় এক টেলিগ্রাম এল সেনেটের সভাপতির কাছ থেকে। হাসল তেসা : খাঁটি এবং বিচক্ষণ যে ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা সে। ধারালো নাকটায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল—উত্তেজনার মুহূর্তে তেসার এরকম হয়। দেনিসের কথা ভুলে সে ক্যাবিনেটের ঘোষণার কথা ভাবল।

পরদিন সকালে এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। প্রাগ থেকে পাঠানো ফরাসী রাজদূতের রিপোর্টটা পড়তে বসে সে আবিষ্কার করল যে ফুজের দেওয়া সেই প্রমাণ-পত্রখানা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর। কারও স্বরূপ-উদ্ঘাটন করাটা তেসা পছন্দ করে না। রাজনীতি হচ্ছে এক অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার ; উচ্চকিত বক্তৃতা করা এর একটা অংশ মাত্র। আর আছে লবির কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিসানি, দ্বিপ্রাহরিক আহারে মাখন আর নাসপাতি খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা, কথার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অর্থ-সন্ধান আর ইঙ্গিত ; 'স্বরূপ-উদ্ঘাটনের' কোন স্থান এই খেলায় নেই, স্টাভিস্কি-ঘটনাটা নিয়ে ব্রতৈলের দল কী বিশ্রী কেলেঙ্কারীটাই বাধিয়ে তুলেছিল! এমন কি, তেসাকে ওরা জড়াতে চেয়েছিল! কমিউনিস্টদের ভোট না পেলে ফুজে নির্বাচিত হতে পারত না ; অবশ্য সে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক। ফুজে না বললেও তেসার জানতে বাকী নেই যে গ্রঁদেলটা একটা কোতো নেতা, ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ছিল। কি বক্তৃতাই দেয় লোকটা। এমন মন-মজানো বক্তৃতা দিতে পারতেন শুধু আরিস্তিদ্ ব্রিয়ঁ। কিন্তু এর সঙ্গে এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপ-উদ্ঘাটনের সম্বন্ধটা কি? গত হেমন্তের সময়েই গ্রঁদেলের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর-বিভাগের যোগাযোগের কথাটা তাকে ফুজে বলেছিল। তেসা থামিয়ে দিয়েছিল ফুজেকে : ছোকরা ডেপুটিটা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আসলে এই 'ষড়যন্ত্র' কথাটাই তার কাছে যেন কোন ভিন জগতের ভাষার মত শোনায়। বুড়ো মেজর কিংবা লুসিয়ঁর মত অকর্মা জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত বেপরোয়া লোকরাই কেবল বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে লিপ্ত হতে পারে। ফড়ে-দালালদের সঙ্গে বে-আইনী লেন-দেন, জোচ্চোরদের বাঁচাবার চেষ্টা—এসব এক-আধটা এমন কিছু নয়, তেসা বোঝে ; কোন লিমিটেড কোম্পানীতে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে যোগ দেওয়া আর স্টাভিস্কি বা উস্ট্রিক সংক্রান্ত ঘটনায় অংশ নেবার মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু ষড়যন্ত্র......তেসার মনে পড়ল ভিক্টর হুগোর

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্র্াঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্র্াঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্র্াঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেটঁরা—জটিল কারুময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কমনীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্ট্রিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার সাজা-ধরা মেয়ের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল কারুকার্যময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক !'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ৎর ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কমনীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্ট্রুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

লুসির্‌র সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্‌ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্‌ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্‌। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

আর, দাগাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।
'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'
জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও ; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়—এ বিশ্বাসও তার আছে।
ভীইয়ার মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোন উক্তি সমর্থন করছে ; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে ; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানী জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল ; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'
'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোন দাবীদাওয়া নেই একথাই সে বারবার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।'
'চেকদের সম্বন্ধে ?'

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যার 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্পিরিন্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়াব খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্তে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্ত যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

কিন্তু ভাগ্য দয়া করল তার ওপর। মাদলেনের কাছে দেখা পেয়ে গেল তার ভূতপূর্ব প্রকাশক গতিএ-র। অন্য যে কোন দিন হলে গতিএ তাকে দ্রুত এড়িয়ে যেত, কিন্তু আজ গতিএ ভারী খোশমেজাজে আছে: সেদিন সকালেই সে মরতে চলেছে ভেবে তিন বছরের মেয়ের দোলনার কাছে গিয়ে অশ্রুপাত করেছে; তারপর অতি অকস্মাৎ 'লা ভোয়া নুভেল্'এর বিশেষ সংস্করণটা যেন তাকে তার হৃত জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। গতিএ যে কেবল লুসিয়ঁকেই চুমু খেতে প্রস্তুত আছে তাই নয়—পারলে সে যেন খবরের কাগজওলাকে আর পুলিশটাকেও চুমু খায়। লুসিয়ঁর শুকনো দাড়ি-গজানো মুখ আর ময়লা পোষাক দেখে সে ধরেই নিল যে এই ক-দিনের অস্বাভাবিক অবস্থার জের ওটা।

'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না,' চেঁচিয়ে উঠল গতিএ, 'বুঝতে পারছ, ভাগ্যটা কত ভাল? গতকাল আমার কোলমার-এ যাবার কথা ছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেন্ট হয়েছিলাম কিনা! আর এখন...' দম নেবার জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কি?'

'আমার? পদাতিক বাহিনী। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার।'

'বলো কি হে! খুশি হওনি তুমি? হাঁদা কোথাকার!'

'সত্যি বলতে কি, আমার কাছে ও সবই সমান।'

'উঁচ্ কপালে! না, দাঁড়াও বলছি, স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছ তুমি।' লুসিয়ঁর মনে পড়ল, টাকা চাই! রহস্যজনকভাবে সে হেসে বলল:

'তাছাড়া ভারী বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়েছি আমি। একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে রুভিল্-এ গিয়েছিলাম, এমন সময়ে এই সব হৈ চৈ শুরু হল। আমি যে ভাবেই হোক জানতাম, যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সামরিক ব্যবস্থা জারী হল, আর আমিও মেয়েটিকে ওখানেই রেখে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এখন আবার রুভিল্ গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু ভারী গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেছি। ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ। কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে চাই না কাজটা। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, যদি তুমি আমায় সাহায্য করো, কিন্তু তোমার অসুবিধা হলে...'

'না, না, মোটেই না!...'

থলিটা খুলে হাজার ফ্রাঁর একটা নোট বের করে দিল গতিএ। হাসল লুসিয়ঁ: গতিএ কী ভয়ানক কৃপণ তা সে জানে। বই বিক্রির টাকা থেকে তার প্রাপ্য

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

এক বোতল শ্যাবেরর্ঠ্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুয়রিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

পুসিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ! কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুম্যয়িত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। ত্বপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। ওঁ াদমেজেঁ া তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...' মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যু ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সবজির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পিয়ের বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্তে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্তে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'ছুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী ; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্‌র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁ'র মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁ'র মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁ'র মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

'বুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার সাজা-ধরা মেয়ের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসির্'কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল বহুস্বর ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কঠিন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে বয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবও ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্ট্রিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল বহুস্বর ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত পারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কমনীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

পারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপ্‌লস্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অসতুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারুও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নূভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নূভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নূভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসির্‌র সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্‌ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্‌ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্‌। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তেসা তখন 'লাতিন কোয়ার্টারে' থাকে, চওড়া কানাওলা টুপি পরে, গলাবন্ধনী ফিতেটা ঢিলে করে বাঁধে, ঝোরের বক্তৃতা আর রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের তারিফ করে, একক এবং অদ্বিতীয় প্রেমে বিশ্বাস করে—কিন্তু কোন চাকরানী বা মজুরনীকে দেখলেই তার পেছন ধরে আর চেঁচায়: 'আমাদের রক্তে শ্রমিকের রক্ত সঞ্চারিত হোক!' আর, গেলাশ দুয়েক হাল্কা-নেশা-ধরানো পানীয় খাবার পর হয়ত কোন বিমুগ্ধা শ্রমজীবিনীর কানে কানে রেমী দ্য গুর্মঁর কবিতা আবৃত্তি করে:

'ক্ষমার স্পর্শ লভুক তোমার কলঙ্কী ওই বুকের চূড়া দুটি
মুক্ত-বসন ওরা যে আজ ফাগুন-ফুলের প্রায় উঠেছে ফুটি!

আমালির কাছেও সে এই কবিতা আবৃত্তি করত। আমালি তখন উরসুলিন-এ পাত্রীদের ইস্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে প্যারীতে ফিরে এসেছে। কবিতাটা শুনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কেঁদে ফেলেছিল আমালি. থতমত খেয়ে বলেছিল, 'শোন, পল...' তারপর থেমে গিয়ে ছোট্ট ফিতের রুমালখানা বলের মত করে দলা পাকিয়ে ফেলেছিল। একদিন তেসা তাকে থিয়েটারে নিয়ে গেল; সেদিন ছিল 'ঈডীপে' নাটকের অভিনয়। বিখ্যাত বিয়োগান্ত-অভিনেতা মুনে-সুলি বলে উঠলেন—'কী সাংঘাতিক এই জীবন!' তখনকার দিনে ঘোড়া-গাড়ীর চল ছিল, গাড়ীগুলোর ছোট ছোট জানলায় ঘন নীল রঙের পর্দা ঝোলান থাকত, লম্বা টুপি মাথায় দিয়ে গাড়োয়ান বসত সামনের দিকে। বোয়া দ্য বুলোঞ্‌-এঁর এক অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যখন তাদের গাড়ীটা চলেছে, তখন তেসা চুমু খেল আমালিকে। লম্বা ফিতে ঝোলান ঘোমটার মত করে পরা এক টুপি পরে ছিল আমালি। তেসাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, 'কী মধুর!' তারপরে বলেছিল, 'কিন্তু এ যে অন্যায়!' আর আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। আমালির ঠোঁট দুটো ছিল ফুলো-ফুলো, পলেস্তের মত......

নিজের ওপর চটে উঠল তেসা। এসব চিন্তা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। সে জানে, এই সব অসংলগ্ন স্মৃতির চেয়ে তার দুঃখ অনেক বেশী গভীর। বারবার সে পুনরাবৃত্তি করল, 'মরে গেছে, আমালি মরে গেছে।' বোধহয় এই উক্তিটা তার দুঃখের প্রকাশ, কিন্তু কথাটা শোনাল সরকারী বিবৃতির মতই নেহাৎ ফাঁকা। অন্যের সম্পর্কে এই কথাটা কতবার সে উচ্চারণ করেছে? আর এখন তো আমালিকে ডাকলেও শুনতে পাবে না সে। তাই কখনো সম্ভব? খুব

শনিবার 'নীল' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোষে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ার দাবীতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্যান্য দাবী সে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবী সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজী নয়, তা হচ্ছে যৌথ মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে, মাঝে মাঝে ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কখনো শ্রমিকদলের কখনো বা দেসেরের জয়লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই বিজিত দল প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবী শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে বেতনবৃদ্ধির একমাত্র পথ—ধর্মঘট। বাকী যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি পাওয়া যায় তবে দেসের আপোষে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর যখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই নতি স্বীকার করে না; এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা অনাহার সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে কিংবা দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে আগুনের শিখা মনে করাটা অর্থহীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শক্র।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার— লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেক্স দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোম্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্‌-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্তে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্তে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্তবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্তান্ত রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্তে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ক্যাম্পি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুয়র!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

জন্মে গেল। আগে তার কোন শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতৈল বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি, যুদ্ধের জন্যেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গায়ে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত বণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তেসাকে ওরা ছারপোকা বলে মনে করে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্যে একবার পলেভের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

২২

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের উচ্চকিত নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে—ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজী হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড় একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নীচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্যে। খালি বারান্দাগুলোর শুধু নীচু চিমনিওলা উনুনগুলোর লালচে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

জুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার ? এত বিদ্রূপ কেন ?'

'বিদ্রূপ ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও ?'

'কেন নয় ? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না ?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্‌, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোধ্যার 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিন্‌ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভীকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুয়ার!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞ্‌াঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হ্যুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্তে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্র্াঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্তে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগোলি দেওয়া হত 'ধূর্ত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্তে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্র্াঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্তে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্র্াঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

আমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন—এটা ভাল কথা। ওভাবে তো আর চলত না, ঠাটটা চুকে গেছে এবার। একটা কবিতা আছে, কার লেখা ভুলে যাচ্ছি: প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী...। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জানো? অনেকদিন আগেকার কথা; আমাদের ওই কাফেটায় আমার পাশে বসেছিল এক জার্মান। নীল-চোখ আর ঘাড়-ছাঁটা দেখেই বোঝা যায় লোকটা দস্তুরমত জার্মান; আমি ভেবেছিলাম আশ্রয়প্রার্থী বুঝি, কিন্তু শেষে বোঝা গেল মনে-প্রাণে খাঁটি জার্মান ও। মাছ সম্বন্ধে ওর আগ্রহ আছে; আমার আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলো ভাল লেগেছিল ওর। লোকটা মাতলামির ঝোঁকে বলেছিল যে যুদ্ধ একটা হবেই আর প্যারীকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাবে জার্মানরা। ভারী মজার লোক! আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে, ওরও বোধহয় ফৌজে যোগ দেবার ডাক পড়েছে। তার মানে, ও লড়াই করবে আমার বিরুদ্ধে? বুজরুকি ছাড়া আর কি, বলো? কিন্তু তবু আমি খুশি হয়েছি, পিয়ের; অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকতে হবে না। যুদ্ধ যদি হয় তো যুদ্ধই হোক।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

১২

ব্রতৈল যেন দাঁড়াতেও পারছে না আর। পর পর রাত্রি জাগার ফলে লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো; খাড়া আছে কেবল তার ইস্পাতের মত শক্ত শরীর আর ইচ্ছাশক্তির জোরে। যে কোন উপায়ে হোক একটা আপোষ-রফা করা চাই; জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব। মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলাই আসল কাজ। কিন্তু অতি দ্রুত ক্রমপর্যায়ে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে; হিটলার অপেক্ষা করবে না; দিশেহারা ইউরোপের ওপর দিয়ে 'শান্তির স্বর্গদূত' বৃথাই আকাশ-যাত্রা করে গেছেন; ফ্রান্সে যারা এখনো পপুলার ফ্রন্টকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে তারা প্রতিরোধের জন্যে জোর করছে। ব্রতৈল প্রবন্ধ লিখছে, পুস্তিকা প্রচার করছে, আলোচনা করছে কূটনীতিকদের সঙ্গে, নির্দেশ দিচ্ছে 'মন্ত্রশিষ্য'দের; আর জেনারেল পিকারের মারফৎ সমর-বিভাগের অফিসারদের পরিচালনা করছে।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁর জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেক্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেরনেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর লাগ ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার ? এত বিদ্রূপ কেন ?'

'বিদ্রূপ ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও ?'

'কেন নয় ? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না ?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম স্থিভাল। সে-ই ইন্‌স্পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যা ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেক্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্তে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্তে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধানো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হ্যুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল ক্লুট হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়েঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ কোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ায়ের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ায়ের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছুরশো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথায়, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাস কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্‌স্‌-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

কিন্তু ভাগ্য দয়া করল তার ওপর। মাদলেনের কাছে দেখা পেয়ে গেল তার ভূতপূর্ব প্রকাশক গতিএ-র। অন্য যে কোন দিন হলে গতিএ তাকে দ্রুত এড়িয়ে যেত, কিন্তু আজ গতিএ ভারী খোশমেজাজে আছে: সেদিন সকালেই সে মরতে চলেছে ভেবে তিন বছরের মেয়ের দোলনার কাছে গিয়ে অশ্রুপাত করেছে; তারপর অতি অকস্মাৎ 'লা ভোয়া নুভেল্'এর বিশেষ সংস্করণটা যেন তাকে তার হৃত জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। গতিএ যে কেবল লুসিয়ঁকেই চুমু খেতে প্রস্তুত আছে তাই নয়—পারলে সে যেন খবরের কাগজওলাকে আর পুলিশটাকেও চুমু খায়। লুসিয়ঁর শুকনো দাড়ি-গজানো মুখ আর ময়লা পোষাক দেখে সে ধরেই নিল যে এই ক-দিনের অস্বাভাবিক অবস্থার জের ওটা।

'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না,' চেঁচিয়ে উঠল গতিএ, 'বুঝতে পারছ, ভাগ্যটা কত ভাল? গতকাল আমার কোলমার-এ যাবার কথা ছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেণ্ট হয়েছিলাম কিনা! আর এখন...' দম নেবার জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কি?'

'আমার? পদাতিক বাহিনী। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার।'

'বলো কি হে! খুশি হওনি তুমি? হাঁদা কোথাকার!'

'সত্যি বলতে কি, আমার কাছে ও সবই সমান।'

'উঁচ্ কপালে! না, দাঁড়াও বলছি, স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছ তুমি.' লুসিয়ঁর মনে পড়ল, টাকা চাই! রহস্যজনকভাবে সে হেসে বলল:

'তাছাড়া ভারী বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়েছি আমি। একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে ক্রভিল্-এ গিয়েছিলাম, এমন সময়ে এই সব হৈ চৈ শুরু হল। আমি যে ভাবেই হোক জানতাম, যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সামরিক ব্যবস্থা জারী হল, আর আমিও মেয়েটিকে ওখানেই রেখে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এখন আবার ক্রভিল্ গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু ভারী গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেছি। ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ। কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে চাই না কাজটা। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, যদি তুমি আমায় সাহায্য করো, কিন্তু তোমার অসুবিধা হলে...'

'না, না, মোটেই না!...'

থলিটা খুলে হাজার ফ্রাঁর একটা নোট বের করে দিল গতিএ। হাসল লুসিয়ঁ: গতিএ কী ভয়ানক কৃপণ তা সে জানে। বই বিক্রির টাকা থেকে তার প্রাপ্য

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় জাঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'স্নব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্তে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্তে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্তে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্তময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের দ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম স্থিভাল। সে-ই ইন্‌স্পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র যুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

এক বোতল শ্যাবেরঙ্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুমরিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বকবক করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

এক বোতল শ্যাঁবের্ত্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুমরিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?' কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট পারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

বাদামী চুড়োগুলো। একবার চুড়ো পর্যন্ত উঠেছিল সে। এখানে কিন্তু সারা দিন বৃষ্টি, আজ, কাল, পরশু—বৃষ্টির পরিসমাপ্তি নেই যেন। তারপর আবার আকাশের লাউড-স্পীকার থেকে গান ভেসে আসবে অপ্সরীদের—নোংরা পেঁজা তুলোর মত বিষণ্ণ আকাশ।

বাড়ী ছাড়ার আগে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছিল পিয়ের। আনে বুঝতে পেরেছিল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পিয়ের। তাই পালাবার পথ খুঁজছিল সে।

'পিয়ের, চল আমরা কোথাও চলে যাই। আমেরিকাতেই চলো। সেখানে কাজ জুটিয়ে নেব আমরা।' সে বলেছিল।

পিয়ের মাথা নাড়িয়েছিল, 'না, তাতে কারও কোন ভাল হবে না। তুমি কি ভাবছ, নিজেকে বাঁচাতে চাই আমি? সে সব বিগত দিনগুলো আর ফিরিয়ে আনতে পারব না আমরা।'

পপুলার ফ্রন্টের কথা মনে মনে ভাবছিল সে।

অতীতে সে ভাবত যে সে নিজে ঘটনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করছে এবং সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে তারও অংশ রয়েছে। এমন কি ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার পরও সে বলতে পারত, 'হ্যাঁ, আমি উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছি।' কিন্তু এখন সে কাঠুরের কুড়ুলের ঘা খাওয়া গাছ। আজ তার মৃত্যুও ঘটনার স্রোতকে এতটুকু স্পর্শ করবে না।

তার আসার দিন আনের সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেলেছিল সে। আনে উদ্বিগ্ন হয়ে ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু তুমি এই-ই তো চেয়েছিলে...'

সে রাগ করে উত্তর দিয়েছিল, 'এ যুদ্ধ নয়! এ আমাদের যুদ্ধ নয়......'

আনে তফাৎটা বুঝতে পারেনি। তার কাছে যুদ্ধ যুদ্ধই..... গোলাগুলি, কান্না, রক্ত আর মৃত্যু। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ভিন্ন—এ বিচার কোন্ ভিত্তিতে করবে পিয়ের? তার এই প্রচেষ্টার ঘোর প্রতিবাদ জানাবে আনে, বলবে, 'এ কেবল কথার প্যাঁচ, রাজনীতি, বাজির খেলা।' কিন্তু পিয়েরের কাছে এ হল বাস্তব সত্য। যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ কেমন ভিন্ন, কেমন আলাদা। কারও গলায় গানের সুর নেই এতটুকু। ধ্বংসের পথে চলেছে—এমনি ক্লান্ত আর বিষণ্ণ তাদের মুখগুলি। এতে কিছুমাত্র স্বস্তি পায়নি পিয়ের।

পিয়ের এখন বুঝল কী তাকে মিশো থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর লাগ ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পিয়েরের জন্ম রুসিয়র আগুরক্কেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছুসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছুসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়র কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরানন্দ!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিন্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছুরশো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'স্নব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনরকে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম স্তিভাল। সে-ই ইন্‌সপেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্থ ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

ফুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেক্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছুরশো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেভের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার ? এত বিদ্রূপ কেন ?'

'বিদ্রূপ ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও ?'

'কেন নয় ? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না ?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা। কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরানন্দ!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাসপিরিন্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে ; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল বাজিকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে ; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পিয়েরের জন্ম ক্রসির্ঁর আওব্রুক্কেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞ্ঁার ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসির্ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল ক্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

লুসির্‌র সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্‌ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্‌ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্‌। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধার সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'মুখ!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁসিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

যে এখানে এবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু রাজনীতির পেণ্ডুলাম গতি পরিবর্তন করল অপ্রত্যাশিতভাবে। ৯ই ফেব্রুয়ারী বেরিয়ে এল কমিউনিস্টরা। মাঝামাঝি একটা পথ পাওয়া গেল যখন ছ্যমের্গ হঠাৎ মাথা তুলে শক্ত হাতে চেপে ধরল পেণ্ডুলামটা। পেণ্ডুলাম থেমে যায়নি, গভীরতর প্রদেশে এসে ধীরগতি হয়েছে, ফিরে আসতে এখনো অনেক দেরি। সুতরাং পপুলার ফ্রন্টকে জিততেই হবে। এবং জিতবেও। কিন্তু আমাদের সাহায্য নিয়ে যদি পপুলার ফ্রন্ট জেতে তবে আর এক বছরের মধ্যেই র‍্যাডিকালরা দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠবে এবং আবার তিন চার বছরের জন্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু এস এবার একটু বোর্দো মদ ঢেলে নেওয়া যাক।'

তেসা বলল, 'তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, আমাকে জিততে হলে শত্রুপক্ষের দলে যোগ দিতে হবে।'

'একটা চলতি কথা আছে—পাত্রের মদ ফেলে রাখা চলে না। সেজন্যে মাঝে মাঝে মদের সঙ্গে জল মেশাতে হয়। অবশ্য এই "মুতোঁ-রথস্চাইল্ড"-এর সঙ্গে নয়...'

কক্ ও ভ্যাঁ দেওয়া হল। রাজনীতির সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল তেসা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে সমস্ত মনোযোগ দিল খাবারের ওপর।

দেসের বল্ল, 'বলতে পার, এখানকার মত এত ভাল কক্ ও ভ্যাঁ আর কোথাও পাওয়া যায় না কেন? আমাদের কপাল খারাপ, তাই মোরগ জুটেছে, বুড়ো মোরগের শক্ত মাংসকেও মদের সঙ্গে রান্না করে চমৎকার খাদ্যে পরিণত করবার কায়দা এদেশের লোকের জানা আছে। মোরগের চেয়ে মুরগীর মাংস অনেক বেশী ভাল, 'দোগার্নোর' কক ও ভ্যাঁ এত ভাল হবার আসল কারণ এই, কক্ ও ভ্যাঁ আসলে মোরগের মাংস নয়, মুরগীর। মুরগীর মাংসকে মোরগ বলে চালাবার কারণ কি? কারণ, বিনয়। অহংকারও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ব্যবসাদারী চাল এটা।' দেসের হাসল, তারপর আবার বল্ল, 'এই উদাহরণটি অনুসরণ করা ছাড়া তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আসলে তুমি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল, কিন্তু তোমাকে জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থক হিসেবে চালানো হবে। এর নাম বিনয়। বা অহংকার...'

'এসব তো শুধু জল্পনা-কল্পনা। শেষ পর্যন্ত আমি নির্বাচিত হব কিনা,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ায়ের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্তময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্যু'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়েঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়েঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়েঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়েঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়েঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়েঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়েঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লুসির্‌র সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় ওঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্‌ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসির্‌ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্‌। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে ?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন ?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে ? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির ! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাঁবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লুসির্ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় তাঁদে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসির্ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসির্ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসির্ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্তে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ঔঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম— কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'স্নব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ লাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্থ ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা। তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

লুসির্ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়্ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়্ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়্ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়েঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়েঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তম্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁন্দ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁন্দ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁন্দ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁন্দ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁন্দ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

মুসিয়ঁ বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্তে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্ত। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্ত মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

'ধরো ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী…মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা…এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। জীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গ্রুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম ?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্ট্রা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল বাজিকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্তে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্তে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্তবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্তান্ত রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করবার জন্তে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ক্যাম্সি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

মুসিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'শুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, ''ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনরকে ব্যস্ত না হলেও চলবে.......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ত্র্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুস্বাদু খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। এ্যঁাদমেজেঁা তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেয়েরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

'ফুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, শাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনিনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যা ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন···'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিম্ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়।

জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ঁআয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

পাঠাত তার জন্মদিনে। গভীর দুঃখে সে প্রায় ভেঙে পড়বে—এমন সময় এক টেলিগ্রাম এল সেনেটের সভাপতির কাছ থেকে। হাসল তেসা: খাঁটি এবং বিচক্ষণ যে ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা সে। ধারালো নাকটায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল—উত্তেজনার মুহূর্তে তেসার এরকম হয়। দেনিসের কথা ভুলে সে ক্যাবিনেটের ঘোষণার কথা ভাবল।

পরদিন সকালে এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। প্রাগ থেকে পাঠানো ফরাসী রাজদূতের রিপোর্টটা পড়তে বসে সে আবিষ্কার করল যে ফুজের দেওয়া সেই প্রমাণ-পত্রখানা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর। কারও স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করাটা তেসা পছন্দ করে না। রাজনীতি হচ্ছে এক অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার; উচ্চকিত বক্তৃতা করা এর একটা অংশ মাত্র। আর আছে লবির কোণে দাঁড়িয়ে ফিসফিসানি, দ্বিপ্রাহরিক আহারে মাখন আর নাসপাতি খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা, কথার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অর্থ-সন্ধান আর ইঙ্গিত; 'স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের' কোন স্থান এই খেলায় নেই, স্টাভিস্কি-ঘটনাটা নিয়ে ব্রতৈলের দল কী বিশ্রী কেলেঙ্কারীটাই বাধিয়ে তুলেছিল! এমন কি, তেসাকে ওরা জড়াতে চেয়েছিল! কমিউনিস্টদের ভোট না পেলে ফুজে নির্বাচিত হতে পারত না; অবশ্য সে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক। ফুজে না বললেও তেসার জানতে বাকী নেই যে গ্রঁদেলটা একটা ফোতো নেতা, ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ছিল। কি বক্তৃতাই দেয় লোকটা। এমন মন-মজানো বক্তৃতা দিতে পারতেন শুধু আরিস্তিদ্ ব্রিয়ঁ। কিন্তু এর সঙ্গে এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের সম্বন্ধটা কি? গত হেমন্তের সময়েই গ্রঁদেলের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর-বিভাগের যোগাযোগের কথাটা তাকে ফুজে বলেছিল। তেসা থামিয়ে দিয়েছিল ফুজেকে: ছোকরা ডেপুটিটা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আসলে এই 'ষড়যন্ত্র' কথাটাই তার কাছে যেন কোন ভিন জগতের ভাষার মত শোনায়। বুড়ো মেজর কিংবা লুসির'র মত অকর্মা জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত বেপরোয়া লোকরাই কেবল বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে লিপ্ত হতে পারে। কড়ে-দালালদের সঙ্গে বে-আইনী লেন-দেন, জোচ্চোরদের বাঁচাবার চেষ্টা—এসব এক-আধটা এমন কিছু নয়, তেসা বোঝে; কোন লিমিটেড কোম্পানীতে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে যোগ দেওয়া আর স্টাভিস্কি বা উস্‌ট্রিক সংক্রান্ত ঘটনায় অংশ নেবার মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু ষড়যন্ত্র......তেসার মনে পড়ল ভিক্‌টর হুগোর

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্তে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল, কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল বাজিকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিবিদরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাস কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত কমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আগুরঙ্কেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্ত রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

মুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের শ্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর শ্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

হল অভিনেতা জঁতোই-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। প্যারীতে জঁতোই-এর নাম কে না জানে? দেবতাদের প্রিয়পাত্র সে, সুদর্শন, খুব একটা প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও সবাইকে হাসাতে পারে, ভালভাবে থাকতে পারে, ইচ্ছেমত পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে—যেন জীবনটা তাসের টেবিলের সবুজ বেকের মত; ছোট্ট পাখীর শস্য-কণা আহরণের মত অত্যন্ত সহজে সে মেয়েদের কৌতুক ও বিলাসের সঞ্চয় হাতের নাগালের মধ্যে খুঁজে পায়। আর এখন সে ট্যাঙ্কচালকে রূপান্তরিত হয়েছে। আটটি ফরাসী ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখানেই থামতে হল তাদের।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করল। তারপর সকালের দিকে সাহায্য এল। পাঁচটি ট্যাঙ্ক পুড়ে গিয়েছে। কোনমতে বেঁচে গিয়েছে জঁতোই। সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছে তার। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে নিরুত্তর রইল। তাকে দেখে আঁরির কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর—কয়েকটা মুহূর্ত একটা মানুষের জীবনে কী রূপান্তরই না আনতে পারে!

জীবনটা অনেক সহনীয় হয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে; সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল সে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কিছু না ভেবেই একাধিকবার সে তাদের রক্ষা করতে অগ্রসর হল। সমুদ্র দেখে ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হল: 'এবার আলক্রে রক্ষা পাবে।' কিন্তু আলক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, বুড়ো ভূত আর নির্বোধ, আর ন্যায়নীতিতে আস্থা রাখে। লুসিয়ঁ মনে মনে বলল, 'না, এইভাবে দেখাটা ঠিক নয়। আলক্রে সত্যিই ভাল লোক।' এর আগে এই সহজ কথাগুলো মাথায় ঢুকত না কোনদিন; তখন সে মানুষকে বিচার করত তার মেধা, দীপ্তি আর প্রতিভা দিয়ে আর এখন 'ভাল লোক' সম্পর্কে কথা বলছে সে। হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল লুসিয়ঁ; মনে পড়ল কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেত্তের চোখ, মুশের যন্ত্রণাকাতর কান্না আর জেনীর শোবার ঘরের বিরাট বিছানা যা দেখে গিল্টি-করা শববাহী গাড়ীর কথা মনে হয়।

সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলগুলো সমুদ্রতীরে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখছে। আজ শহরত্যাগের শেষ দিন। সমুদ্রতীরের বালির স্তূপের মধ্যে ছোট ছোট সংঘর্ষ চলছে; যোদ্ধারা বালিয়াড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল. 'এই

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্থ ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

ক্লুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রুপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পিয়ের বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'
'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'
'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত কমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই! একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবশী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল বাজিকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিবিদরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদার এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুম্যাগ্নিত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুপার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। এঁ দিমেজেঁা তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞঁার ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হ্নুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্‌, তাহলে কথা দাঁড়াল এই : আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্তেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল— নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

ডুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্‌কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

'তুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁত-এদ্রিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর গ্রাস অ লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্তময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম স্থিভাল। সে-ই ইন্‌স্পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক ?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্‌, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি ? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে ?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন ?'

'আমি ? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্‌ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেটরা—জটিল নকসাময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমাৎর ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কমনীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেশন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অসতুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

দুসির বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেত্তের দিকে তাকাল।

'কি হল তোমার? এত বিদ্রূপ কেন?'

'বিদ্রূপ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'

পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।

তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।

পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।

'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও?'

'কেন নয়? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'

'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না?'

'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জলজলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাসের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জলজলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারে সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছুরশো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্তেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হবে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্তে আমি আনন্দিত, কারণ...'

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট প্যারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল কারুময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে তরুণ কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কঠিন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্ট্রিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাফে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জন-সাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমাৎর্‌-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

কিন্তু ভাগ্য দয়া করল তার ওপর। ম্যাদলেনের কাছে দেখা পেয়ে গেল তার ভূতপূর্ব প্রকাশক গতিএ-র। অন্য যে কোন দিন হলে গতিএ তাকে দ্রুত এড়িয়ে যেত, কিন্তু আজ গতিএ ভারী খোশমেজাজে আছে: সেদিন সকালেই সে মরতে চলেছে ভেবে তিন বছরের মেয়ের দোলনার কাছে গিয়ে অশ্রুপাত করেছে; তারপর অতি অকস্মাৎ 'লা ভোয়া নুভেল্'এর বিশেষ সংস্করণটা যেন তাকে তার হৃত জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। গতিএ যে কেবল লুসিয়ঁকেই চুমু খেতে প্রস্তুত আছে তাই নয়—পারলে সে যেন খবরের কাগজওলাকে আর পুলিশটাকেও চুমু খায়। লুসিয়ঁর শুকনো দাড়ি-গজানো মুখ আর ময়লা পোষাক দেখে সে ধরেই নিল যে এই ক-দিনের অস্বাভাবিক অবস্থার জের ওটা।

'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না,' চেঁচিয়ে উঠল গতিএ, 'বুঝতে পারছ, ভাগ্যটা কত ভাল? গতকাল আমার কোলমার-এ যাবার কথা ছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেন্ট হয়েছিলাম কিনা! আর এখন...' দম নেবার জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কি?'

'আমার? পদাতিক বাহিনী। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার।'

'বলো কি হে! খুশি হওনি তুমি? হাঁদা কোথাকার!'

'সত্যি বলতে কি, আমার কাছে ও সবই সমান।'

'উঁচ্‌কপালে! না, দাঁড়াও বলছি, স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছ তুমি।' লুসিয়ঁর মনে পড়ল, টাকা চাই! রহস্যজনকভাবে সে হেসে বলল:

'তাছাড়া ভারী বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়েছি আমি। একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে ক্রভিল্-এ গিয়েছিলাম, এমন সময়ে এই সব হৈ চৈ শুরু হল। আমি যে ভাবেই হোক জানতাম, যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সামরিক ব্যবস্থা জারী হল, আর আমিও মেয়েটিকে ওখানেই রেখে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এখন আবার ক্রভিল্ গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু ভারী গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেছি। ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ। কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে চাই না কাজটা। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, যদি তুমি আমায় সাহায্য করো, কিন্তু তোমার অসুবিধা হলে...'

'না, না, মোটেই না!...'

থলিটা খুলে হাজার ফ্রাঁর একটা নোট বের করে দিল গতিএ। হাসল লুসিয়ঁ: গতিএ কী ভয়ানক কৃপণ তা সে জানে। বই বিক্রির টাকা থেকে তার প্রাপ্য

আর, দাদাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।

'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'

জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়—এ বিশ্বাসও তার আছে।

ভীইয়াব মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোন উক্তি সমর্থন করছে; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানী জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোন দাবীদাওয়া নেই একথাই সে বারবার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।'

'চেকদের সম্বন্ধে?'

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর সুস্বাদিত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুগার সমানে আমার দুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। গ্রাঁদমেজোঁ তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গম্‌দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা দু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্তে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্তে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধ-স্মৃতি—ভের্দাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে।......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

লুসির্ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ! কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো ?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে ? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না ? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে ? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব ! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'স্নব !' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমঝদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁদের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

এক বোতল শ্যাবের্‌ত্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুমরিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের ছাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম ফিভাল। সে-ই ইন্‌স্পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্তে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্তেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্তে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্তে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্যবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্যান্য রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করবার জন্তে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ক্লাম্সি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ওঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয় হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয় বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ধোয়ালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। প্যারীতে ও মানুষ, প্যারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম ?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না ? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়।• অবশ্য,

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেত্তের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেত্তের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার সাজা-ধরা মেয়ের মত ঝকঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

জন্মে গেল। আগে তার কোন শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতৈল বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি, যুদ্ধের জন্যেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গায়ে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত রণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তেসাকে ওরা ছারপোকা বলে মনে করে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্যে একবার পলেতের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

২২

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের উচ্চকিত নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে—ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বাহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজী হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড় একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নীচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্যে। খালি বারান্দাগুলোয় শুধু নীচু চিমনিওলা উনুনগুলোর লাল্‌চে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্তে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্তে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে ভেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্তবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; ভেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্তান্ত রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্তে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ক্যান্সি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, "ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট পারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেটঁরা—জটিল কারুময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত প্যারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কর্মীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আবার ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

প্যারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা মেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপ্‌ল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অস্তুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের দ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।
'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।
বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।
'আপনার নাম?'
'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসো জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'
প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'
'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'
লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'
পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ছই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়াগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসোর ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে— যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হবে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

সে বলল, 'আমাদের তাঁবু ফেলা হচ্ছে ; আমার সহকারীটি অনভিজ্ঞ।'

'এত ভোরে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।'

মিনিট পনের পরে যখন জেনারেল লেরিদো আবার বাইসের কাছে এল, তখন তার পরিপূর্ণ সাজপোষাক, বুকের ওপর ছটা সম্মানপদক।

বাইস সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা জেনারেল, মঁপেলিএ-তে বিয়াল্লিশটা মাঝারি ট্যাঙ্ক ছিল না কি? কিন্তু মাত্র ষোলটি হস্তান্তর করা হয়েছে।'

লেরিদো মাথা নাড়ল, তারপর সবলভাবে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। জার্মানরা ষোলটার কথাই বলেছিল।'

'কিন্তু আমাদের শর্তটা কি?'

'মঁশিয় বাইস, আমি মনে করি যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ...'

বাধা দিয়ে বাইস বলল, 'এই ঘটনার সঙ্গে অত সব বড় বড় কথার সম্পর্ক কি? ষোল মানে ষোল। বিয়াল্লিশ মানে বিয়াল্লিশ। ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক লুকিয়ে রাখবার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে?'

এবার লেরিদোও গলা চড়াল, 'কি বলতে চান আপনি? আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি স্কুলের ছেলে। আমি একজন ফরাসী সৈনিক, মশিয়ঁ!'

কথাটা বলে সে টান হয়ে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষটি, তবুও তার মনে হল যেন বাইসকে সে অবজ্ঞা করতে পেরেছে।'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বাইস বলল, 'আপনি মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন, জেনারেল। আপনি এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি আপনার ওপরওলাকে বলব যেন আপনাকে একটু পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।'

কথাটা বলে বাইস ঘর ছেড়ে চলে গেল। ধাক্কাটা সামলে উঠতে অনেকক্ষণ সময় লাগল লেরিদোর।

সোফির কাছে সে বলল, 'যারা আমাদের শত্রু ছিল, তাদের হাতে কেন যে ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক তুলে দিতে হবে আমি বুঝি না। শাভালের বন্ধু, রেইভেদের বিশ্বস্ত একজন ফরাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; এমনভাবে সে

অথচ এই বেঙ্কটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঙ্কটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনারের সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যাঁর বিভীষিকা! কস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.....না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'ঝাঁয়ের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া স্থ ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটার এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি, ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

আর, দাদাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।
'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'
জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও ; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়—এ বিশ্বাসও তার আছে।
ভীইয়ার মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোন উক্তি সমর্থন করছে ; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে ; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানী জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল ; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'
'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোন দাবীদাওয়া নেই একথাই সে বারবার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।'
'চেকদের সম্বন্ধে ?'

এক বোতল শ্যাবেরড্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুয়রিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাস টেনেছে, কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁ'র মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁ'র মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁ'র মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁন্দ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁন্দ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁন্দ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁন্দ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁন্দ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

ধরে· মাদাম তেসা রোজকার মত পেসেন্স খেলছেন। তেসাকে দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ফিরে এসেছ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার!'

'এইবার তুমি সেরে উঠবে আমালি। ডাক্তার বলেছে, আর বেশী দিন লাগবে না।'

'লাগবে। আমি জানি, এই অসুখ সারবে না। আমার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই।'

'এ সব বাজে কথা বলে লাভ কি? ডাক্তার বলেছে, অসুখ নিশ্চয়ই সারবে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি। এখনো বহুদিন বাঁচবে তুমি।'

'কিসের জন্তে বেঁচে থাকব? এখন আর এতটুকু দাম নেই আমার। আজ তুমি এসেছ বলেই বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দেখ, তার ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মৃত্যুকে আমি আর ভয় পাই না। কিন্তু আমার ভয় হয় অন্ত কথা ভেবে। আমি জানি তুমি নাস্তিক...কিন্তু একদিন শেষ বিচার হবে...এসব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে আমি বলতে চাইনি...আজকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ! আশ্চর্য, একটুও বাধে না? কালই খবরের কাগজে ওদের কীর্তিকলাপ পড়ছিলাম, মালাগাতে আটটা গির্জা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে, বর্বরের দল! তুমি আমার স্বামী, আর তুমিই কিনা ওদের দলে!'

জামাকাপড় খুলে তেসা শুয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'তুমি বোধ হয় মনে করছ, এসব কাজ আমার কাছে মোটেই বিরক্তিকর নয়। তোমার ধারণা একেবারে ভুল। রাজনীতি একটা নোংরা খেলা। এর চেয়ে ফাটকা বাজারের দালালী ঢের ভাল কাজ। কিন্তু তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? আমাদের দুজনের জন্তে আর টাকার কি দরকার, আমাদের দিন কোনরকমে কেটে যাবে। কিন্তু ছেলেমেয়েরাই আসল সমস্তা। আজ লুসিয় আমার কাছ থেকে আরো পাঁচ হাজার ফ্রাঁ নিয়েছে। নিজের দাবী না মিটলে লোকের গলা কাটতে পারে ও। তারপর দেনিস আছে, ও যে কোনদিন কারও প্রেমে পড়তে পারে। আমি চাই না যে, বিয়ের পর দেনিস স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকুক। আর ও যা অভিমানী মেয়ে! হাতে টাকা না থাকলে ওর দিনই চলবে না। আমি এমনিতেই মরে আছি আমালি, তার ওপর আমাকে আর আঘাত কোরো না।'

'ধরো' ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয় হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়র হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'গ্রুব!' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়কে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়র—বিবর্ণ উত্তেজিত

জন্মে গেল। আগে তার কোন শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতৈল বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি, যুদ্ধের জন্যেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গায়ে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত রণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তোমাকে ওরা ছারপোকা বলে মনে করবে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্যে একবার পলেতের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

২২

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের উচ্চকিত নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে—ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বাহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজী হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড় একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নীচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্যে। খালি বারান্দাগুলোয় শুধু নীচু চিমনিওলা উনুনগুলোর লাল্‌চে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। প্যারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ন্যা ফ্র্ঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রণ্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

পিয়েরের জন্ম রুসিয়র আওবুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞাঁর ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাণ্ড রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়র কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পারনি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘন্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিনস্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

শনিবার 'সীন' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোষে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ার দাবীতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্যান্য দাবী সে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবী সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজী নয়, তা হচ্ছে যৌথ মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে, মাঝে মাঝে ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কথনো শ্রমিকদলের কথনো বা দেসেরের জয়লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই বিজিত দল প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবী শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে বেতনবৃদ্ধির একমাত্র পথ—ধর্মঘট। বাকী যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি পাওয়া যায় তবে দেসের আপোষে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর যখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই নতি স্বীকার করে না; এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা অনাহার সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে কিংবা দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে আগুনের শিখা মনে করাটা অর্থহীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীয় সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ। মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্যে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল বাজিকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে; কারণ একটা উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শুয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদারে এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

এক বোতল শ্যাবেরঙ্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, হুয়রিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার অপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়'কে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়'র বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয় বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়', তুমি সত্যই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়'র কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়'কে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে···'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয় চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

জন্মে গেল। আগে তার কোন শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতৈল বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি, যুদ্ধের জন্তেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গায়ে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত রণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তোমাকে ওরা ছারপোকা বলে মনে করবে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্তে একবার পলেভের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

২২

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের উচ্চকিত নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে—ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বাহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজী হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড় একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নীচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্তে। খালি বারান্দাগুলোয় শুধু নীচু চিমনিওলা উনুনগুলোর নাচে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নুভেল' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নুভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেলেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নুভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বলল, 'এই

মিশো হাসছিল। তারপর কেমন বোকার মত মনে হল নিজেকে, 'ব্যাপারটা কি, দেনিস ?'

এই মুহূর্তটির জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করেছে ! নয় দিন আগে পাহারারত শান্ত্রীকে একটা পাথর ছুঁড়ে সে মারে। রোদে পোড়া গরম পাথর। পড়ে গিয়ে লোকটি আর ওঠেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা খানার ভেতর সে লুকিয়ে ছিল।

এক বুড়ী তাকে কিছু জামাকাপড় দিয়েছে, নিজের বাড়ীতে থাকতেও বলেছে সকাল পর্যন্ত। শাদা দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে মিশো বসে ছিল আর বুড়ী তার জামার বোতাম বদলে দিয়েছে। বোতামগুলো বুড়ীর মৃত স্বামীর, তিনি ছিলেন 'পেট্রোনেজ ক্যাথোলিক্ ও স্যা জুস্ত'-এর পরিচালক। খবরের কাগজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে বুড়ী বলেছে যে খবরের কাগজ সে পড়ে না কারণ কাগজগুলো সব জার্মান হয়ে গেছে। ঘড়ির ঘন্টা বেজেছে দীর্ঘ বিরতির পরে পরে। দুজনের কেউ ঘুমোতে চায়নি। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হয়েছে, আর সে সব কথাও অসংলগ্ন ও কেমন যেন অদ্ভুত।

মিশো বলেছে, 'তার নাম লেগ্রে। সেও ছিল কমিউনিস্ট ..'

'আমি অন্য এক জগতে বাস করি। আমি ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু হিটলার...'

'হিটলারকে আমি ঘৃণা করি !'

'সে জন্যেই তো তোমাকে ঘরে ডেকে আনলাম। স্যা জুস্ত-এ ওরা নোটিশ টাঙিয়েছে। বন্দীদের যে কেউ সাহায্য করবে, গুলি করে মারা হবে তাকে।'

'ওরা আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। একদিনের জন্যে ওরা এটা মানেনি। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। শান্ত্রী...'

'আমার বয়স আশীর। কোন রকমে দিন কাটছে, কিন্তু তবুও তো জীবন। সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে গেছে যেন, আমার স্বামী মনে করতেন যে কমিউনিস্টরাই দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমারও তাই ধারণা ছিল। তখনকার দিনে হয়ত এই ধারণাই ঠিক। কিন্তু এখন... আমি 'লোকরো' কাগজ নিতাম। দুকান লিখেছিল যে কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক।'

'দুকান্ কথাটা বড় দেরীতে বুঝেছে।'

'কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই বড় দেরী করেছ, আর ইতিমধ্যে জার্মানরা এসে গেছে। এখন আমি ভাবি, সত্য কি—সাময়িক সত্যের কথা বলছি না, প্রকৃত চিরজীব সত্য।'

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

হল অভিনেতা জঁত্তোই-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। পারীতে জঁত্তোই-এর নাম কে না জানে? দেবতাদের প্রিয়পাত্র সে, সুদর্শন, খুব একটা প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও সবাইকে হাসাতে পারে, ভালভাবে থাকতে পারে, ইচ্ছেমত পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে—যেন জীবনটা তাদের টেবিলের সবুজ মেঝের মত; ছোট্ট পাখীর শস্য-কণা আহরণের মত অত্যন্ত সহজে সে মেয়েদের যৌতুক ও বিধবাদের সঞ্চয় হাতের নাগালের মধ্যে খুঁজে পায়। আর এখন সে ট্যাঙ্কচালকে রূপান্তরিত হয়েছে। আটটি ফরাসী ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখানেই থামতে হল তাদের।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করল। তারপর সকালের দিকে সাহায্য এল। পাঁচটি ট্যাঙ্ক পুড়ে গিয়েছে। কোনমতে বেঁচে গিয়েছে জঁত্তোই। সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছে তার। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে নিরুত্তর রইল। তাকে দেখে আঁরির কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর—কয়েকটা মুহূর্ত একটা মানুষের জীবনে কী রূপান্তরই না আনতে পারে!

জীবনটা অনেক সহনীয় হয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে; সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল সে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কিছু না ভেবেই একাধিকবার সে তাদের রক্ষা করতে অগ্রসর হল। সমুদ্র দেখে ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হল: 'এবার আলক্রে রক্ষা পাবে।' কিন্তু আলক্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, বুড়ো ভূত আর নির্বোধ, আর ন্যায়নীতিতে আস্থা রাখে। লুসিয়ঁ মনে মনে বলল, 'না, এইভাবে দেখাটা ঠিক নয়। আলক্রে সত্যিই ভাল লোক।' এর আগে এই সহজ কথাগুলো মাথায় ঢুকত না কোনদিন; তখন সে মানুষকে বিচার করত তার মেধা, দীপ্তি আর প্রতিভা দিয়ে আর এখন 'ভাল লোক' সম্পর্কে কথা বলছে সে। হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল লুসিয়ঁ; মনে পড়ল কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেত্তের চোখ, মুশের যন্ত্রণাকাতর কান্না আর জেনীর শোবার ঘরের বিরাট বিছানা যা দেখে গিল্টি-করা শববাহী গাড়ীর কথা মনে হয়।

সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলগুলো সমুদ্রতীরে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখছে। আজ শহরত্যাগের শেষ দিন। সমুদ্রতীরের বালির স্তূপের মধ্যে ছোট ছোট সংঘর্ষ চলছে; যোদ্ধারা বালিয়াড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুর্বঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারুও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবে: আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'সুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের জ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'তুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি; আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝকঝক করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ছুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

নিজের একটা বিজ্ঞাপন। পাড়ার লোকেরা পুরনো জামা আর ছেঁড়া চাদর বার করে আনে। সন্ধ্যার দিকে একদল গাইয়ে বাজিয়ের আবির্ভাব হয়। তারা গান গায় ও নাচে, ওপরতলার জানলা থেকে পয়সা পড়ে রাস্তার ওপর।

কিন্তু বাড়ীগুলোর ভেতর দিক শান্ত, বিষণ্ণ ও চাপা। ফার্নিচার ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা ঘরগুলো। অনেক পুরনো সব জিনিস। সব কিছুরই দাম আছে এখানে, আবর্জনা বলে কিছু নেই। আর্ম-চেয়ারের আচ্ছাদনগুলো জীর্ণ, তালিমারা। তাকের ওপর পেয়ালাগুলো ভাঙা, আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। এখানে ঢুকে আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ লেবুর রস মেশানো চা আসবে আর সর্ষের পুলটিস তৈরী হবে আপনার জন্যে। অনুপান, সেঁক ও মালিশের জন্যে নানা রকম লতাপাতা বিক্রি হয় ডাক্তারখানায়। বেড়ালের চামড়াও পাওয়া যায়—ওতে নাকি বাত সারে। পথে দোকানে সর্বত্র অসংখ্য মোটা মোটা হুলো বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরোওয়ানদের কুঠরিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মাংস রান্না হয়—সেখানেও বেড়ালগুলোর ঘড় ঘড় আওয়াজ। সন্ধ্যার দিকে রাস্তাটা আশ্চর্য মনোরম—নীলাভ আলো চারদিকে, ডুবছে ভাসছে সব কিছু।

ওপরতলায় আঁদ্রের স্টুডিও, চারদিকের দৃশ্য চমৎকার। ছাদের পর ছাদ—লাল টালির সমুদ্রে উঁচু নীচু ঢেউ উঠছে যেন। অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা ছাদের ওপর—আর দূরের ধূসর রক্তিমাভা ভেদ করে আইফেল টাওয়ারের চূড়া ভাসছে।

স্টুডিওর ভেতরে নড়বার জায়গা নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছবির ফ্রেম, ভাঙা চেয়ার, রঙের টিউব, ছেঁড়া জুতো, অপরিষ্কার ফুলদানি। জিনিসগুলো শুধু যে রয়েছে তা নয়, শেকড় চালিয়ে আঁকড়ে ধরেছে যেন এখানকার মাটিকে। মাঝে মাঝে মনে হবে, বসন্তের ছোট ছোট ঝাড়গাছ মাথা তুলেছে মাটির ওপর। বিশেষভাবে এই উপমা মনে আসবে যখন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকবে স্টুডিওর ভেতরে। অবাক হয়ে তাকাবে আঁদ্রে আর গুন গুন করে দু লাইনের অর্থহীন কবিতা আবৃত্তি করবে। কখনো কখনো বিলীয়মান অরণ্যের মত মনে হবে স্টুডিওকে—সব কিছু ভাঙছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। বিপুলকায়, ধীরগতি, অল্পভাষী আঁদ্রে নিজেও সেখানে বনস্পতির মত। ভোরবেলা উঠেই সে কাজ

হতে হবে। আমিও সেই চেষ্টাই করব। আচ্ছা আসি, আবার দেখা হবে।'

বিদায়। কাল হয়ত আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক হয়ে উঠবেন। কিন্তু তখন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আজকের দিনে সৌজন্যতাকে প্রমাণ করতে হবে রক্ত দিয়ে। এমনি সময়েই আমরা বাস করছি। সমস্তই দুর্বোধ্য। আপনি কেন এখানে এসেছেন? কোন অর্থ হয় না! আপনি যদি কমিউনিস্ট হতেন তো অন্য ব্যাপার। ওরাই হয়ত কিছু করতে পারে। আর একটু হলে এখানে ওদেরই জয়লাভ হত, কিন্তু এখন ওদের ও আপনাদের লেফটেনেন্ট রয়েছে, কি করতে চান আপনি? এখানে আপনি একা। আমিও তাই। আর আমরা দুজনে মিলে দুই দুই না, শূন্য হই। জীবন আমাদের বিরুদ্ধে, আপনি যদি ভাল লোক হন তো আপনার প্রতি আমার অভদ্র আচরণের জন্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ছিলেন লুবেকের জার্মান, একটু মাথা-পাগলা গোছের, কালজয়ী গান করতেন। আর এখন আপনি ধূসর-সবুজ পোষাকী সৈন্য। অবশ্য এ সমস্তই প্যারীর নিজস্ব সমস্যা।'

জার্মানটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে তার কথা ভুলে গেল—যেন কেউ কখনো আসেনি। কয়েকবার সে পায়চারি করল স্টুডিওর ভেতরে। জানলায় নীল গোধূলির আভাস। আর জানলাটার ঠিক উল্টো দিকে একটা দৃশ্যপট। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আঁদ্রে তাকিয়ে দেখল: নাগরদোলা, বাদাম গাছ, লন্ঠন, আর দূরের ছায়া। সেদিনটাও ছিল ১৪ই জুলাই। সেদিন পর্যন্ত হেসেছিল জিনেৎ, নাচ চলেছিল প্যারীর রাস্তায় রাস্তায়, মিছিল বেরিয়েছিল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর ছিল আশা। সে এক অন্য জীবন। চমৎকার আঁকা হয়েছে ছবিটা। এই তার শ্রেষ্ঠ ছবি। আর এই ছিল প্যারী। আর এই প্যারীই এখনো আছে। ওরা মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলবে, ছবি নষ্ট করবে—কিন্তু প্যারী থাকবে ঠিক আগের মতই।

হাসছিল আঁদ্রে। তারপর এগিয়ে গেল জানলার কাছে। রু শের্শ-মিদির জানলার খড়খড়িগুলো তেমনি শক্তভাবে বন্ধ করা, বাড়ীর সামনে জানলার খড়খড়িতে তেমনি কালো কালো দাগ। ওপাশে চিলেকোঠার জানলা থেকে ঝুলে পড়েছে একটা শুকিয়ে যাওয়া ফুল। ঘুরে বেড়াচ্ছে উপবাসী বেড়ালগুলো, কাঁদছে ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি, চিৎকার করছে একটি

সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় ফরাসী পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে
আন্দোলন চলছিল পারীতে; স্টাভিস্কি-সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু ডেপুটি জড়ি
খবরও আর চাপা ছিল না। জাতীয় 'সম্মান' সম্পর্কে যত কথাবার্তা হয়েছি
কিছু রীতিমত উত্তেজিত করে তুলেছিল তাকে—এবং হাঙ্গামার দিন রাত্রে
লা কঁকর্দ-এ সে যোগ দিয়েছিল দাঙ্গাকারীদের দলে। ছ-মাস পরে কোন
ফ্যাশিস্টবিরোধী সভায় ভীইয়ারের বক্তৃতা সে শুনল তারপর সেই পি
বাদকের সঙ্গে তুমুল তর্ক করল সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রায় এক
সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন সে গিলত এবং প্রত্যেকটি মিছিলে যোগ দিত।
ফ্রান্সের জীবনে নতুন পরিবর্তন এনেছিল ১৯৩৫ সাল। ফ্যাশিস্ট
অল্প কাল পরেই 'পপুলার ফ্রন্ট'-এর জন্ম—দেশের আশা, ভরসা ও সংগ্রাম
পেল এই সংগঠনে। ১৪ই জুলাই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর—বারবুসের মৃত্যু-দি
লক্ষ লোকের জনতা বেরিয়ে এল পারীর রাস্তায়, সংগ্রামের পথে পা ব
জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল
বলা হল আগামী নির্বাচন সকল সমস্যার সমাধান করবে। জনসাধা
মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সেই প্রথম। জার্মানী সৈন্য পাঠিয়েছে রাইনল্য
আবিসিনিয়া ইতালিয়ানদের অধিকারভুক্ত আর ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ভর ক
কয়েকজন নগণ্য ব্যক্তির ওপর, প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে তাদের
ভয় তেমনি ভয় দেশের জনসাধারণকেও। নিজেদের তারা মনে করত বি
সমরবিদ—মিষ্টি কথা বলত বৃটিশকে যাদের কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা নেই, আ
লণ্ডনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করত রোমকে। জার্মানরা নি
হয়ে উঠেছিল। একটির পর একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিপক্ষে
গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হল ফ্রান্সের, কিন্তু দেশের ভবি
সম্পর্কে মন্ত্রীদের কোন চিন্তা নেই—তারা ব্যস্ত আগামী নির্বাচনের তো
জোড়ে। দ্বিধান্বিতদের ঘুষ দিয়ে আর দুর্বলচিত্তদের ভয় দেখিয়ে পপু
ফ্রন্ট-এর ভেতর ভাঙন আনবার চেষ্টা করল শাসনকর্তারা। নতুন ন
ফ্যাশিস্ট সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যেত, অভি
বংশের যুবকেরা রাজধানীর সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে—
'অনুমোদন নিপাত যাক', 'ইংলণ্ড ধ্বংস হোক', 'মুসোলিনি জিন্দাবাদ'!
শহরের উপকণ্ঠে শ্রমিক-অঞ্চলে আসন্ন বিপ্লবের কথা শোনা যেত। আতঙ্কিত
নাগরিকদের মনে ভয় জাগাত সব কিছু—গৃহযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ, শুল্ক